একটি পাক্ষিক সংবাদ বিশ্লেষণমূলক পত্রিকা

বুলেটিন

১০১তম সংখ্যা • ১৮ জুলাই ২০২১

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে দেশবাসীকে আমীরে জামায়াতের শুভেচ্ছা

“আল্লামা সাঈদী ও দেশের বিশিষ্ট আমেল-ওলামাসহ কারাবন্দী সকল নেতা-কর্মীদের ঈদুল আযহার পূর্বেই মুক্তি প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান”

“করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান অক্সিজেনের অভাবে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে - আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান”

“দেশের স্বাস্থ্য বিভাগে যেন ভূমিকম্পের অস্থিরতা চলছে! মুক্তির পথ কি?”

বুলেটিন

৫ম বর্ষ, ১০১তম সংখ্যা
১৮ জুলাই ২০২১

প্রধান সম্পাদক
মতিউর রহমান আকন্দ

নির্বাহী সম্পাদক
এইচ এ লিটন

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

সম্পাদকীয়

হে আল্লাহ! আমাদরেকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাও

করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমনে মৃত্যুর মিছিল; রূপগঞ্জে আগুনে পুড়ে অর্ধশতাধিক মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যু, উজান থেকে পাহাড়ি ঢল ও তিস্তার পানি বেড়ে রংপুরে হাজার হাজার মানুষের পানি বন্দী জীবন, সিরাজগঞ্জে তীব্র নদী ভাঙ্গনে বিলীন হচ্ছে বসতভিটা, ফসলী জমি; ময়মনসিংহ জেলার ব্রম্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকায় বন্যা, সবমিলিয়ে বাংলাদেশ এক বিপর্যস্ত পরিস্থিতিতে নিপতিত।

লকডাউনে নিম্ন আয়ের মানুষের করুণ অবস্থা, দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় তরুণ যুব সমাজের মেধার বিপর্যয়, কিশোরদের অপরাধ প্রবনতা, মাদকের ভয়াবহ ছোবল, মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা, পারিবারিক-সামাজিক বিশৃংখলা সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এক মহা সংকটে।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে নিয়ম-শৃংখলা কঠোরভাবে মেনে চলা, নৈতিক মূল্যবোধ তৈরী, রাষ্ট্রীয়ভাবে সিস্টেমের উন্নয়ন, অন্যায় অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, রাজনৈতিক নীপিড়ন বন্ধ সর্বোপরি মহান আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পন করতে হবে। আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ ব্যতীত নিজেদেরকে রক্ষার আর কোন পথ নেই। আল্লাহ কোন জনপদের লোকজনকে বিপদ আপদ বালা মসিবত, অর্থকষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন করলে তাদের উচিত বিনম্র হওয়া ও নতি স্বীকার করা। বিপদগ্রস্ত জাতিকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নেই। তাই করোনা ভাইরাসসহ সকল বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট ধরনা দিতে হবে। হে আল্লাহ তুমি আমাদের ক্ষমা কর, বিপর্যয়ের হাত থেকে তুমি আমাদের বাঁচাও। আমীন॥

বিশেষ নিবন্ধ

ঈদুল আযহা : আল্লাহর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের এক জ্বলন্ত শিক্ষা

আল্লাহর প্রতিটি বিধি বিধানের মধ্যে নিগূঢ় তাৎপর্য রয়েছে। যা আমরা অনেক সময় বুঝে উঠতে পারি না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, 'ইন্না ফি মালিকা লায়াতিল লিল আলামিন–এতে জ্ঞানীদের জন্য নির্দশন রয়েছেন।' আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এ নিগূঢ় তাৎপর্য বিধানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো কুরবানীর বিধান। যা পৃথিবীর আদিকাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে আসছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম কুরবানী হযরত আদম (আঃ) এর সময় থেকেই শুরু হয়েছিল। তাঁর পুত্র হাবিল কাবিল এর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রথম কুরবানী প্রথা শুরু হয়েছিল। হাবিল ঐকান্তিক আগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে উৎকৃষ্ট জিনিস কুরবানি করলে তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়। পক্ষান্তরে কাবিল অনাগ্রহ ও নিকৃষ্ট জিনিস উৎসর্গ করলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়। বর্তমান মুসলিম সমাজে চালুকৃত কুরবানি মূলত হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবারের চরম আত্মত্যাগের স্মরণ হিসেবে চলে আসছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন আদরের সন্তানের গলায় ছুরি চালাচ্ছিলেন সেসময় আল্লাহপাক এক জন্তুর বিনিময়ে হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে ছাড়িয়ে নেন। এ দৃশ্য ছিল অভাবনীয় এবং আল্লাহর কাছে ছিল খুবই প্রীতিপূর্ণ। স্মরণ হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত তিনি পশু কুরবানি জারী করে দেন। তাঁর ভাষায়-'অনাগত মানুষদের জন্য এ বিধান চালু রেখে তার স্মরণ আমি অব্যাহত রাখলাম। শান্তি বর্ষিত হোক ইবরাহীমের প্রতি' (সূরা আছ ছাফফাত : ১০৮-১০৯)। কুরবানি সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (সাঃ) বলেছিলেন 'তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আঃ)-এর সুন্নাত'।

কুরবানি অর্থ Sacrifice বা ত্যাগ স্বীকার। এর আর একটি অর্থ নৈকট্যলাভ। অর্থাৎ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমেই নৈকট্যলাভ সম্ভব বিধায় একে বলা হয় কুরবানি। মানব সমাজেও এ নৈকট্য মূলত ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। মাতা-পিতার সাথে সন্তানের নৈকট্যের মূলে রয়েছে পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নৈকট্যের মূলেও রয়েছে ত্যাগের মনোবৃত্তি। আমাদের বৈষয়িক জীবনের সাফল্যও ত্যাগ ও কুরবানির বিনিময়েই কেবল সম্ভব। যে শিক্ষার্থী নিজের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে রাত জেগে লেখাপড়া করে সাফল্য তাকেই ধরা দেয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাষাবাদ, চাকুরি, রাজনীতি সকল ক্ষেত্রে এটিই সত্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন বহুল প্রচলিত। এ পৃথিবীতে ত্যাগ স্বীকারের মানদণ্ডে মানুষকে মূল্যায়ন করা হয়। যে সন্তান তার পিতা-মাতার জন্য যত বেশি ত্যাগ স্বীকার করে সে তত বেশি নৈকট্য লাভ করে। তেমনিভাবে কর্মী তার ত্যাগের ভিত্তিতে নেতার এবং অফিস-আদালতে অধীনস্থরা ত্যাগের মানদণ্ডে বসের নৈকট্য লাভ করে। আল্লাহর সাথে মানুষের সম্পর্কটাও ত্যাগের মানদণ্ডেই নির্ণিত হয়। আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ও তাঁর হুকুম পালনেও ত্যাগ অপরিহার্য। এমন কি মুসলমান হওয়ার জন্য প্রাথমিক শর্ত নামায ও যাকাতের মত ইবাদতও ত্যাগ ও ধৈর্য ছাড়া সম্ভব নয়। সকল ব্যস্ততা ও আরামদায়ক ঘুম উপেক্ষা করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতের সাথে আদায় ও হিসেব করে যাকাত প্রদান অতি ত্যাগি ও ধৈর্যশীলদের পক্ষেই সম্ভব। এরপর আল্লাহপাকের আরো নৈকট্যলাভের জন্য তাহাজ্জুদের নামায এবং দুস্থ মানুষ ও আল্লাহর দ্বীনের প্রয়োজনে অকাতরে নিজের ধন-সম্পদ দান অসীম ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমেই সম্ভব। মানুষ আল্লাহপাকের সার্বক্ষণিক গোলাম ও প্রতিনিধি। গোলাম ও প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তার মনিব আল্লাহ তা'য়ালার বিধান নিজেরা যেমন মেনে চলবে সাথে সাথে সমগ্র মানবগোষ্ঠী যাতে মেনে চলতে পারে সে পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করাও তার দায়িত্ব এবং মানুষ যাতে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য নিয়ম-বিধানও আল্লাহপাক দিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় প্রেরণের সময়ই এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে 'আমার পক্ষ থেকে যে হেদায়াত যাবে যারা তা অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই' (সূরা বাকারা: ৩৮)। সাথে সাথে সতর্কও করে দেন যে 'শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (সূরা বাকারা: ১৬৮)। এ পৃথিবীতে আছে একদিকে নবীদের মাধ্যমে পাওয়া আল্লাহর বিধান যা অনুসরণ করে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে নেয়ামতে ভরা জান্নাত এবং বিপরীত বিধান হলো শয়তানের যা, অনুসরণ করে পৃথিবীতে অশান্তির সাথে সাথে দুঃখ-কষ্টের চিরস্থায়ী আবাস জাহান্নাম। দু'টি পথই স্পষ্ট– প্রথমটি: আল্লাহর বিধানের অনুসারী ঈমানদারদের

পথ আর দ্বিতীয়টি: শয়তানের অনুসারী কাফিরদের পথ।

কুরআনের ভাষায়-'যারা ঈমানের পথ গ্রহণ করেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর পথে, আর যারা কুফুরির পথ অবলম্বন করেছে তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। তোমরা শয়তানের সঙ্গী-সাথীদের বিরুদ্ধে লড়াই কর আর বিশ্বাস কর শয়তানের ষড়যন্ত্র আসলেই দুর্বল' (সূরা আন নিসা: ৭৬)। ফলে পৃথিবীতে হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সৃষ্টির সূচনা থেকে চলে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের প্রায় সবাইকে সমসাময়িক রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে এবং সবাই নানাভাবে নিপীড়িত-নির্যাতিত হয়েছেন। তাঁদেরকে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অথচ তাঁরা সবাই ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা বা ষড়যন্ত্রের কোন অভিযোগ তাঁদের বিরুদ্ধে ছিল না। আল্লাহ তা'য়ালা নিজে বা কোন জালেম শাসকের মাধ্যমে নবী-রাসূল এবং তাঁদের সাথীদের পরীক্ষা নিয়েছেন। দুনিয়ার সামান্য জীবনের বিনিময়ে আখিরাতে অনন্তকালের জান্নাতি সুখ অবশ্যই ত্যাগ ও কুরবানির বিনিময়েই অর্জন করতে হবে। আল্লাহপাকের বাণী 'আল্লাহ মু'মিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে খরিদ করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে মারে ও মরে। তাদের প্রতি জান্নাত দানের ওয়াদা আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা' (সূরা তাওবা: ১১১)। বান্দাহর পরীক্ষা গ্রহণ আল্লাহর এক স্থায়ী নিয়ম। তাঁর ভাষায় 'আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, জানমালের ক্ষতি ও আমদানি হ্রাসের দ্বারা পরীক্ষা করবো। বিপদ-মুছিবত উপস্থিত হলে যারা ধৈর্য ধারণ করে ও বলে যে আমরা কেবল আল্লাহরই জন্য এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাব। তাদের জন্য সুসংবাদ' (সূরা বাকারা: ১৫৫-১৫৬)। অসংখ্য নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীরা জীবন ও সম্পদের কুরবানি দিয়ে আল্লাহর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সম্মানিত হয়েছেন ও জান্নাতের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। আর তাঁদের মোকাবিলায় শয়তানের অনুসারী জালেম শাসক নমরুদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ, হামান, কারুণ, আবু জেহেল, আবু লাহাব, উৎবা ও তাদের অনুসারীরা ইতিহাসে ধিকৃত হয়েছে এবং জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছে।

আমরা যে পশু কুরবানি করি তা মূলত প্রতিকী। আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে বর্তমান ইরাকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। তিনি এক পুরোহিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে চতুর্দিকে মূর্তিপূজার সয়লাব লক্ষ্য করেন এবং তাঁর পিতা স্বৈরশাসক নমরুদের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। মূর্তির অসারতা প্রমাণের জন্য একদিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলেন। যেহেতু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মূর্তিপূজা তাই ইবরাহীম (আঃ)-এর এ আচরণকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। কেউ যাতে এ জাতীয় আচরণ ভবিষ্যতে না করতে পারে সেজন্য এ দণ্ড আগুনে পোড়ায়ে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ইব্রাহীম (আ:)কে নমরুদের আগুন থেকে উদ্ধার করেন। সেখান থেকে রক্ষা পাওয়ার পর তাঁর জাতির মধ্যে যখন কোন সম্ভাবনা খুঁজে পেলেন না তখন দ্বীনের দাওয়াতের লক্ষ্যে দেশ ত্যাগ করে তিনি অজানা পথে রওয়ানা হন। নিজের রুটি-রুজির কোন চিন্তা ছিল না, ছিল না কোন আশ্রয়ের; কেবল আল্লাহরই ওপর ভরসা করে তাঁরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাঁর এ যাত্রা। এরপর আল্লাহরই নির্দেশে বৃদ্ধ বয়সে পাওয়া দুগ্ধপোষ্য শিশু ও স্ত্রীকে নির্জন স্থানে রেখে আসেন। পরীক্ষার পর পরীক্ষা। ছেলে দৌড়াদৌড়ি করার বয়সে উপনীত হলে সে সময় আল্লাহপাক নির্দেশ দেন প্রিয় জিনিসকে কুরবানি করতে। তিনি পশু কুরবানি করেন, কিন্তু একই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু তাঁর ছেলে। তাই তাঁর স্বপ্নের কথা স্ত্রী ও সন্তানকে জানান। তাঁরাও ছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর মত মুসলিম। ছেলে বললেন-'আব্বা! আপনি তাই করুন যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন'- (সূরা আছ ছাফফাত: ১০২)। আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিজের জীবন, ধন-সম্পদ ও রুটি-রুজির চিন্তা পরিহার, মাতৃভূমি, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মায়া সবকিছু ত্যাগের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন হযরত ইবরাহীম। ত্যাগ ও কুরবানি যত বড়, পুরস্কারও তত বড়। তাঁকে ইমাম ও মুসলিম জাতির পিতা হিসেবে ঘোষণা করা হয়। হজ্জের অনুষ্ঠানাবলীর মধ্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবারের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যেমন- মাকামে ইবরাহীমে সালাত আদায়, সাফা-মারওয়া সায়ী করা, জমজম কূপের পানি পান ও মিনায় কুরবানি করা; কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ্ এখান থেকে প্রেরণা লাভ করবে। কুরবানির গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূল (সাঃ) বলেন, 'ঈদের দিন রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই', 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানি করবে না সে যেন আমার ঈদগাহে না আসে', 'কুরবানিদাতাকে তার পশুর শরীরের পশমের সমপরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে এবং রক্ত যমিনে পড়ার পূর্বেই তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়'। কুরবানি নিজ হাতে দেয়াটাই উত্তম। একান্ত সম্ভব না হলে কুরবানিদাতা যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে। মূলত কুরবানি হলো রক্ত প্রবাহিত করা ও রক্ত দর্শন করা। কুরবানির পশু জবেহ করার সময় কুরবানিদাতা এ ঘোষণাই দিয়ে থাকে-'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার যাবতীয় ইবাদত অনুষ্ঠান এবং আমার জীবন ও মৃত্যু কেবল আল্লাহরই জন্য' (সূরা আল আনয়াম: ১৬২)। অর্থাৎ আমি আমার নই, আমার পরিবার ও জাতিরও নই। আমি একান্তভাবে আল্লাহর। আমার বেঁচে থাকাটা হবে আল্লাহর জন্য এবং আমার মৃত্যুও হবে আল্লাহরই জন্য। আমি এ পৃথিবীতে আমার, আমার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীর জন্য যা কিছু করি তা আল্লাহরই নির্দেশক্রমে।

আল্লাহর পথে ত্যাগ ও কুরবানির নজির শুধু ইবরাহীম (আঃ) নয় বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সকল নবী-রাসূল ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জীবনে ঘটেছিল। হযরত মুসা (আঃ), ইসা (আঃ), জাকারিয়া (আঃ), ইউসুফ (আঃ), আইয়ুব (আঃ), নূহ (আঃ), ইউনুস (আঃ) এবং আমাদের প্রিয়তম নবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর সাথীদেরসহ অতীতকালের সকল ঈমানদারদের জীবনেই ঘটেছিল।

ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে আল্লাহপাকের নৈকট্য লাভই কুরবানির উদ্দেশ্য। বছরে একবার পশু কুরবানি করাটাই যথেষ্ট নয় বরং পশু কুরবানির মধ্য দিয়ে কুরবানিদাতা যে ঘোষণা দিয়ে থাকেন সেটাই মুখ্য। আল্লাহ তা'য়ালা বান্দাহর তাকওয়া দেখতে চান। তাঁর ভাষায়- 'আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কুরবানির গোশত ও রক্ত পৌঁছায় না। বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়াটুকুই পৌঁছায়' (সূরা আল হাজ্জ: ৩৭। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের জীবন, স্ত্রী-সন্তান, বাড়ী-ঘর, মাতৃভূমি, পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে আয়েশী জীবনের হাতছানি সবকিছুই ত্যাগ করলেন।

কুরবানি বিশেষ একটি দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে প্রতিটি ক্ষণ প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর আদেশ পালনে ধৈর্য অবলম্বন এবং আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত থাকার লক্ষ্যে সকল প্রকার বৈষয়িক স্বার্থ উপেক্ষা করার জন্য সর্বক্ষণ নিজেকে প্রস্তুত রাখা। সর্বোপরি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর বিধান কায়েমে সকল ঝুঁকি ও বিপদাপদে অবিচল থাকার মাধ্যমেই কেবল ইব্রাহীম (আঃ)-এর সার্থক অনুসারী হওয়া সম্ভব। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে সে চেতনায় সমৃদ্ধ করুন। আমীন।

করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে

মতিউর রহমান আকন্দ

করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিদিনই বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। গোটা দেশে চলছে কঠোর লকডাউন। লকডাউন কার্যকর করতে গিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের সাথে প্রশাসনের অনাকাঙ্ক্ষীত আচরণের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। গ্রেফতার, জরিমানা, দাঁড় করিয়ে রাখা, কান ধরে উঠা-বসার মত লজ্জাজনক দৃশ্য দেখেছি মিডিয়ার মাধ্যমে। পেটের দায়ে মানুষ রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। খাবার নেই, হাসপাতালে অক্সিজেন নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থায় সংকট, হাসপাতালে স্থান নেই, সব মিলিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করছে চারদিকে।

সামর্থবান মানুষ করোনা ভাইরাস থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য ভ্যাকসিন নিচ্ছে, সতর্কতামূলক আরো অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু করোনা ভাইরাস যেন ক্রমেই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। এর শেষ কোথায় কেউ জানেনা।

একজন মুসলমান হিসেবে আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীর সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। করোনা ভাইরাসও আল্লাহর সৃষ্টি। মহান আল্লাহর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত করোনা ভাইরাস থামবেনা। এ ভাইরাস মানবজাতির জন্য একটি আযাব। আমাদেরকে এ বিষয়ে কুরআনের নির্দেশনার দিকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন: "মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিপর্যয়-বিশৃংখলা দেখা দিয়েছে এবং এগুলো তাদেরই হাতের উপার্জন,

মহান আল্লাহ অশুভ কর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করান, যেন তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ফিরে আসে।" (সূরা আর রূম-৪১)

"জনপদের অধিবাসীদেরকে আমি দু:খ, দারিদ্র্য রোগ-ব্যাধি এবং অভাব অনটন দ্বারা আক্রান্ত করে থাকি। উদ্দেশ্য হলো তারা যেন নম্র এবং বিনয়ী হয়।" (সূরা আ'রাফ-৯৪)

"আমি তাদের আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম, যাতে তারা আমার দিকে ফিরে আসে।" (সূরা আয যুখরূফ-৪৮)

করোনা ভাইরাস থেকে পরিত্রানের সকল পদক্ষেপের পাশাপাশি আমাদের নম্র, বিনয়ী ও আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। অন্যায়, অশ্লীলতা, নগ্নতা ও সর্বপ্রকার জুলুম থেকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে ফিরে আসতে হবে। আল্লাহর পাকড়াও বড় ভয়ংকর। আল্লাহর সতর্কতা মেনে সাবধান না হলে আল্লাহর ফরমান হচ্ছে:

"তোমাদের চারপাশে আরো অনেকগুলো জনপদকে আমি এই কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি, আমি বারবার ওদের কাছে আমার নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছিলাম, যেন তারা আমার দিকে ফিরে আসে।" (সূরা আল আহকাফ-২৭)

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আযাব আসার আগেই:

"ফিরে এসো তোমার রবের দিকে এবং তাঁর অনুগত হয়ে যাও তোমাদের উপর আযাব আসার পূর্বেই। তখন কোন দিক থেকেই আর সাহায্য পাওয়া যাবেনা।" (সূরা আয যুমার-৫৪)

কুরআনের বক্তব্য আমাদের কাছে পরিষ্কার। এখানে কোন অস্পষ্টতা নেই। করোনা ভাইরাসের ভয়ংকরতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদের দ্রুত আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে। খারাপ ও অন্যায় কাজ থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তওবা পড়ে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হতে হবে, সকল পাপ থেকে মুক্ত থাকার জন্যে। মহান আল্লাহ আপদ বিপদ থেকে তার মুমিনদের রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন:

"তারপর (যখন এমন সময় আসে তখন) আমি নিজের রাসূলদের এবং যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে রক্ষা করি। এটাই আমার রীতি। মুমিনদের রক্ষা করা আল্লাহর দায়িত্ব।" (সূরা ইউনুস-১০৩)

আজ বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের বিস্তৃতি, ব্যাপ্তি ও ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে হলে আল্লাহর নিকট ধর্ণা দিতে হবে। তারই দিকে ফিরে আসতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। আমীন॥

আফগানিস্তানে তালেবানের বিজয় বিশ্ব পরাশক্তির আশা-নিরাশা

আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার বিদায়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর জন্য শিক্ষার একটি বড় দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো। অর্থ ও সামরিক শক্তি দিয়ে সবকিছু জয় করা যায় না। এর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন আগ্রাসন চালিয়েছিল, তারও আগে ব্রিটিশরা উপর্যুপরি কয়েকবার। ইংরেজদের আগে মোঙ্গলরা দখল করতে চেয়েছিল দেশটিকে। সেসব আগ্রাসন কারো জন্যই শুভ ফল বয়ে আনেনি।

শেষ পর্যন্ত রাতের অন্ধকারে চুপিসারে আফগানিস্তানের বাগরাম ঘাঁটি ছেড়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যরা। বাগরাম ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা হুট করেই চলে গেল। ছাড়ার আগে মার্কিনরা কিছুই জানায়নি। আনুষ্ঠানিকভাবে এর দায়িত্বও হস্তান্তর করেনি। এমনকি বাগরামে পাঁচ হাজার তালেবান বন্দী বিনা বাধায় চলে গেছে। কাবুলের নিরাপত্তার জন্য এ ঘাঁটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই ঘাঁটি স্থাপন করে আফগান যুদ্ধ পরিচালনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে রাতের আঁধারে চলে যাওয়া বিস্ময়কর বটে। তুমুল ক্ষমতার অধিকারী মার্কিন সৈনিকদেরও গোপনে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে যেতে হয়। এমন ঘটনা কয়েক দিন আগে কেউ কল্পনাও করেনি। যদিও এটা নিতান্তই কৌশলগত বিষয়। কিন্তু একই সঙ্গে এ ঘটনা আফগান ও এই অঞ্চলের ভূরাজনীতিতে প্রভাব ফেলবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক মিশন ৩১ আগস্টের মধ্যে শেষ হবে। আমেরিকা সন্ত্রাসবিরোধী লক্ষ্য অর্জন করেছে এবং এখনই চলে যাওয়ার সময় এসেছে।

আফগানিস্তান থেকে হঠাৎ মার্কিন সেনা প্রত্যাহার অনেক প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। যারা আমেরিকান প্রত্যাহারের জন্য নানাভাবে দাবি দাওয়া জানচ্ছিল, তারাও সত্যি সত্যি যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান থেকে বিদায় গ্রহণে নানা হিসাব নিকাশ করছে। যুক্তরাষ্ট্রকে আরো কিছু দিন আফগানিস্তানে

রাখার জন্য উসকানিমূলকভাবে বলা হচ্ছে, আমেরিকা আফগানিস্তান লড়াইয়ে হেরে গেছে। এ কারণেই তাড়াহুড়া করে পালাতে বাধ্য হচ্ছে। অন্তরালে আবার অনেকের মধ্যে এই ভয়ও কাজ করছে যে যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান থেকে বিদায় অন্য কোনো বৃহত্তর পরিমণ্ডলে জড়িত হবার প্রস্তুতি কিনা। আর এ ব্যাপারে চীন আর রাশিয়ার ভয়টা তুলনামূলকভাবে বেশি। তবে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ভারত। আফগান সরকার ও নিরাপত্তা বাহিনীর উপর প্রভাব বিস্তার করে পাকিস্তানসহ আশে পাশে প্রভাব সৃষ্টির যে নেটওয়ার্ক দুই দশকে দিল্লি তৈরি করেছিল তা গুটিয়ে পড়ায় শঙ্কায় তারা শঙ্কিত।

এটি ঠিক যে আমেরিকা যখন ২০ বছর আগে আফগান যুদ্ধ শুরু করেছিল, তখন তারা আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর এবং জয়ের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। তবে যতই সময় গড়িয়েছে ততই আবিষ্কার করেছে যে এ যুদ্ধে জয়ী হওয়া তাদের পক্ষে সহজ নয়। প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেবার আগে সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বক্তব্যটি এক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন, 'আফগানিস্তানে জয়ী হওয়া আমেরিকার পক্ষে সম্ভব। তবে এ জন্য দেশটিকে মানুষশূন্য করতে হবে, সেটি করে আমেরিকা সেখানে জয়ী হতে চায় না।'

ঐতিহাসিকভাবে এটি ঠিক যে আফগানিস্তান ছিল সাম্রাজ্যলিপ্সুদের জন্য কবরস্থান। ব্রিটিশরা একসময় আফগানিস্তান জয় করতে চেয়ে বিফল হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিণতিও হয়েছে একই। সর্বশেষ একই পথের অনুগামি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রও। তবে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের ভুলও ছিল অনেক। পাকিস্তানের ভূখণ্ডগত ব্যবহার আর ঘাঁটি গেড়ে আফগানিস্তানে তালেবানের পতন ঘটিয়েছে আর আল কায়েদার নেটওয়ার্ক ধ্বংস করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু আফগানিস্তানে দখল কায়েমের পর সেখানকার সামরিক বাহিনী, গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান আর প্রশাসন সাজানো হয়েছে পাকিস্তানের বৈরী প্রতিবেশী ভারতকে দিয়ে। পাকিস্তানে অন্তর্ঘাতের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে আফগানিস্তানের মাটি। এতে পাকিস্তানের এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনৈতিক ক্ষতি আর তিন লাখের মতো প্রাণহানি ঘটেছে যার মধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য রয়েছে ৪৩ হাজারের মতো। এর বিপরীতে পাকিস্তানের মাটি ব্যবহার আর ঘাঁটির জন্য যুক্তরাষ্ট্র টাকা দিয়েছে ১২ থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের মতো। আর আফগানিস্তানের আমেরিকান ব্যর্থতার জন্য বার বার পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

আমেরিকার ভারতমুখী ও পাকিস্তান বৈরি নীতির ফলে ইসলামাবাদের সহায়তা নিয়ে প্রথম দিকে আফগানিস্তানে যে সাফল্য যুক্তরাষ্ট্র পেয়েছিল সেটি আর থাকেনি। এখন সেনা প্রত্যাহারের জন্য আবার সেই পাকিস্তানের সহায়তাই ওয়াশিংটনকে নিতে হচ্ছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারে পাকিস্তানের আস্থা বিশ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, দেশটিতে নতুন করে মার্কিন ঘাঁটি করার প্রস্তাব দেয়ার সাথে সাথেই নাকচ করে দিয়ে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বলেছেন, 'যথেষ্ট অভিজ্ঞতা হয়েছে, কোনো যুদ্ধে পাকিস্তান আর কারো সহযোগী হতে চায় না। শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেই সাহায্যকারী হতে পারে কেবল।'

১১ সেপ্টেম্বরের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো সৈন্য প্রত্যাহার নিশ্চিত হবার পর তালিবান আগস্টে

অন্তবর্তী ব্যবস্থার আলোচনায় লিখিত শান্তি পরিকল্পনা উপস্থাপন করতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তালিবানের স্পষ্ট বক্তব্য আসার পর অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা নিয়ে আশঙ্কার কিছুটা অবসান ঘটছে। এই অন্তর্বর্তী সরকারের ধরন কী হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু প্রকাশ করা না হলেও প্রাপ্ত আভাস অনুসারে সব দল মতকে সমন্বিত করে একটি জিরগা বা সংসদ এবং কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক প্রশাসন গঠনের প্রস্তাব থাকবে তালিবানের পক্ষ থেকে। প্রস্তাব অনুসারে তালিবানের নেতৃত্বে নিরাপত্তা বাহিনী পূনর্গঠন করা হবে। তবে সরকারের উপর তালেবানের একক নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। এমন একজন ব্যক্তিকে অন্তর্বর্তী রাষ্ট্র পরিচালনা পরিষদের প্রধানের দায়িত্ব দেয়া হবে যিনি তালিবানের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও তাদের নিজস্ব কেউ হবেন না। জাতিগতভাবে সব গোষ্ঠীর প্রতিনিধি অন্তর্বর্তী সরকারে থাকবে। প্রাদেশিক সরকার গঠনের ক্ষেত্রেও জাতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া হবে। চার বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটির পূনর্গঠন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার একটি সংবিধান ও কাঠামো ঠিক করবে অন্তবর্তী সরকার। ধারণা করা হচ্ছে, তালিবান হিসেবে পরিচিত 'ইসলামী অ্যামিরেটস অব আফগানিস্তান' আগামী মাসে লিখিত প্রস্তাব আসার আগেই কাবুলের বাইরের প্রায় সব অঞ্চলের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে। তালিবান রাজধানী কাবুলে কোনো অভিযান পরিচালনা করবে না। এর মধ্যে আফগানিস্তানের ৭০ থেকে ৮০ ভাগ অঞ্চল তালেবানের নিয়ন্ত্রণে বলে চলে গেছে উল্লেখ করা হচ্ছে। বাকিগুলোও দ্রুত তালিবানের নিয়ন্ত্রণে আসছে। সর্বশেষ কান্দাহার দখলের জন্য তালেবানের অভিযানের মুখে সেখান থেকে ভারতীয় মিশনের সব কর্মকর্তাকে বিমানে করে দেশে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। সরকারি বাহিনী তালেবান যোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র সমর্পণ করে ক্ষতিপূরণের অর্থ নিয়ে বাড়ি চলে যাবার ভিডিও প্রকাশ হচ্ছে একের পর এক।

রয়টার্সের এক রিপোর্টে বলা হয়, তালেবান আগামী আগস্টের গোড়ার দিকে আফগান সরকারকে একটি লিখিত প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এক তালেবান মুখপাত্র এই বার্তা সংস্থাকে বলেছে যে, তারা বিদেশী বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে যেতে থাকার সাথে সাথে দেশের প্রধান ভূখণ্ডের নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে। সমস্ত বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের পরিকল্পনার অংশ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল আফগান ঘাঁটি বাগরাম খালি করায় আফগান তালেবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ রয়টার্সকে বলেছেন, 'আগামী দিনগুলিতে শান্তি আলোচনা এবং প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে, তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রবেশ করবে বলে আশা করা হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই এটি হবে শান্তির পরিকল্পনা সম্পর্কে।'

আফগানিস্তানের শান্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাজিয়া আনোয়ারি আন্তঃ-আফগান আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেছিলেন যে তালেবান রাষ্ট্রদূতরা এ প্রক্রিয়াটি প্রত্যক্ষভাবে শুরু করছে বলে তার সরকারের প্রতিনিধিরা 'অত্যন্ত খুশি'।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তালেবান আফগানিস্তানে দুই দশকের যুদ্ধ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে ২০২০ সালে ফেব্রুয়ারিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। স্বাক্ষরিত এ চুক্তিতে চারটি বিষয় ছিল, যার মধ্যে রয়েছে, সহিংসতা হ্রাস করা, বিদেশী সেনা প্রত্যাহার করা, আন্তঃআফগান আলোচনা শুরু করা এবং গ্যারান্টি দেয়া যে আফগানিস্তান আবারো উগ্রবাদী সন্ত্রাসীদের আশ্রয়ে পরিণত হবে না।

এ চুক্তিটি দুই দশকের যুদ্ধের সমাপ্তির প্রথম পদক্ষেপ যাতে দুই লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় হয়েছে ২ ট্রিলিয়ন ডলার। কিন্তু তা থেকে কী অর্জন হয়েছে তা কোনো হিসাবে মিলছে না।

যদিও বেশিরভাগ আফগান শান্তিপ্রক্রিয়াকে সমর্থন করছে, তবু আফগানিস্তানের আলোচনার সময় অনেক বিষয় কার্যকর করা বাকি রয়েছে, যেমন ক্ষমতা ভাগাভাগি, নিরস্ত্রীকরণ এবং তালেবান যোদ্ধাদের সমাজ পুনর্নির্মাণ এবং দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যত নির্ধারণ এবং সংবিধান প্রণয়ন।

ভারত বরাবরই বর্তমান আফগান সরকারের শক্তিশালী সমর্থক এবং ২০০১ সাল থেকে আফগানিস্তানে অবকাঠামোগত বিকাশ ও ব্যবসায় গড়ে তুলতে ৩ বিলিয়ন ডলার দিয়েছে। এর মূল লক্ষ্য হলো দেশটিতে পাকিস্তানের প্রভাব কমানো এবং আফগানিস্তানকে ভারতবিরোধীদের ব্যবহারে বাধা দিয়ে তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা কর্মসূচিতে কাজে লাগানো। তালেবানের সাথে সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে ভারত সরকার সমর্থন দেয়নি যদিও একবারে শেষ মুহূর্তে তালেবানের সাথে একটি সম্পর্ক তৈরি করতে ইরান রাশিয়া ও কাতারে তিন দফা বৈঠক করেছে ভারতীয় কর্মকর্তারা। তালেবান বিজয়ে আফগানিস্তানের উপর নিয়ন্ত্রণ হারানোর পাশাপাশি কাশ্মিরে এর প্রভাব নিয়েও শঙ্কিত ভারত।

দুই-দশকের যুদ্ধের পরে ন্যাটো মিশনের সমাপ্তির সাথে সাথে আফগান জাতির অনিশ্চয়তা সুরক্ষা নিয়ে ভরতের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে। নয়াদিল্লির নীতিনির্ধারকরা অধিকৃত কাশ্মীরের সাথে জড়িত বিষয়গুলো নিয়ে নতুন করে চিন্তা-ভাবনা করছেন এবং আফগানিস্তানে তালেবানদের পুনরুত্থান ওই অঞ্চলটির মুক্তিকামীদের যাতে উৎসাহিত না করে, তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছেন।

একাধিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে তালেবান বিদ্রোহীরা আফগান সরকারী বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশেষত উত্তর-

পূর্বাঞ্চল বাদাখশান প্রদেশে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছে। উত্তর আফগানিস্তানে তালিবানদের অগ্রগতির প্রতিক্রিয়া হিসাবে কয়েকশ আফগান নিরাপত্তা কর্মী সম্প্রতি তাজিক-আফগান সীমান্ত পেরিয়ে পিছু হটেছিল। বুধবার সীমান্ত পেরিয়ে তাজিকিস্তানে প্রবেশ করা প্রায় ৩০০ আফগান সেনা সদস্যকে দেশে ফেরত পাঠানো হয় বলে তাজিকি নিরাপত্তা সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে। এর ফলে দেশটির নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগের সৃস্টি হয়েছে।

ধারণা করা হচ্ছে, তালেবানরা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে এবং আরও অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নেবে। পর্যবেক্ষকরা আশঙ্কা করছেন যে, এর ফলে ভারত-অধিকৃত কাশ্মীরেও সশস্ত্র বিদ্রোহের সৃষ্টি হতে পারে। প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং সাবেক ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা প্রবীণ সাভনি ডয়চে ভেলেকে বলেন যে, আফগানিস্তানে যদি তালেবানরা ক্ষমতায় ফিরে আসে তবে কাশ্মীরের উপর অবশ্যই এর প্রভাব পড়বে। তিনি বলেন, 'আমার মূল্যায়ন অনুসারে, চীন, পাকিস্তান ও তালেবানদের সমন্বয়ে একটি সংহতি ফ্রন্ট হবে। যার প্রভাব কাশ্মীরের উপরেও পড়বে।'

আফগানিস্তানের প্রতিবেশিদের মধ্যে শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ ইরান দীর্ঘদিন ধরে তালিবান নামে একটি সুন্নি দলকে শত্রু হিসাবে দেখে আসছিল। ২০০১ সালে ইরান তালেবানদের উৎখাত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে এবং পরবর্তী আফগান সরকারকে সমর্থন করেছিল। পরে ইরানি নেতারা স্বীকার করেছেন যে তালেবান আফগানিস্তানে কিছুটা ক্ষমতা বজায় রাখতে থাকবে, তাই তারা সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কাজ শুরু করেছে। সবশেশে ইরান আফগান সরকার ও তালেবানের মধ্যে একটি সমঝোতার বৈঠকের আয়োজন করে একটি সক্রিয় ভূমিকা নিতে চেষ্টা করেছে।

রাশিয়া আশা করছে, বর্তমান সরকারের পতনের পরে আফগানিস্তানের সাথে মস্কোর সম্পর্ক পুনরায় জাগিয়ে তোলা যাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এ অঞ্চলটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো উপস্থিতি মোকাবেলায় রাশিয়া শান্তি প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে এবং আফগানিস্তানে তার প্রভাব বাড়াতে চায়। এটি গত এক বছরে তালেবান প্রতিনিধিদের এবং আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে বেশ কয়েকটি বৈঠকের আয়োজন করে।

আফগানিস্তানে বেইজিংয়ের আগ্রহগুলো প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক, কারণ এটি বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সাথে একীভূত হওয়ার আশাবাদী। চীন দেশটির বৃহত্তম বিদেশী বিনিয়োগের উৎস এবং এটি আফগানিস্তানের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদের সুবিধা নিতে আগ্রহী। ২০১৯ এর শেষদিকে, আফগানিস্তান এবং তালেবান কর্মকর্তারা বেইজিংয়ে একটি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং চীনা নেতারা মার্কিন-তালেবান চুক্তিকে সমর্থন করেন।

তালেবান মুখপাত্র সুহেল শাহীন বলেছেন, চীন আফগানিস্তানের 'বন্ধু' এবং পুনর্নির্মাণ কাজে বিনিয়োগের বিষয়ে বেইজিংয়ের সাথে কথা বলবে বলে আশাবাদী। তিনি বলেন, 'যারা আফগানিস্তানকে অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে [হামলা চালানোর] সাইট হিসেবে ব্যবহার করতে চায়, আমরা প্রতিশ্রুতি রেখেছি যে আমরা তাদের অনুমতি দেব না, এটি চীনসহ যেকোনো দেশের বিরুদ্ধে যেকোনো ব্যক্তি বা সত্তা হোক না কেন।'

চীনা সরকারি মুখপাত্র গ্লোবাল টাইমসের মূল্যায়নটিও গুরুত্বপূর্ণ। এতে বলা হয়েছে, 'বিশ বছরের যুদ্ধ ও অশান্তির পরে আফগান সরকার এবং তালেবান দু'জনই চীনকে বন্ধু হিসেবে বিবেচনা করে। এটা ভবিষ্যতে আফগান পরিস্থিতিতে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে চীনকে একটি ভালো ভিত্তি দেবে। চীন খুব কার্যকরভাবে তার প্রভাব ব্যবহার করবে। মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের ফলে শূন্যতা পূরণ করতে চীন আফগানিস্তানে যাবে না। আমেরিকা আফগানিস্তানে জোর করে আক্রমণ করেছিল এবং একেবারে উচ্চাভিলাষীভাবে এর রূপান্তর ও পুনর্নির্মাণের নেতৃত্ব দেয়ার চেষ্টা করেছিল। আফগানিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসাবে চীনের অবস্থান পরিবর্তিত হবে না, অথবা আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অ-হস্তক্ষেপের মূল নীতিটিও বদলাবে না। আমরা কেবল আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেব এবং আমরা কখনই আফগানিস্তানে আধিপত্য বিস্তার করতে যাবো না।'

পত্রিকাটিতে আরো বলা হয়, "আফগানিস্তানের অন্তর্নিহিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে এবং এটি 'সাম্রাজ্যের কবরস্থান' হিসাবে ব্যাপকভাবে বিবেচিত হয়। গত ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই দেশে ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়েছিল। চীন কখনই তাদের পথে আফগানিস্তানে প্রবেশ করবে না এবং এটি নিশ্চিত করবে যে চীন কখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে 'তৃতীয়' দেশে পরিণত হবে না।"

আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নানা আশঙ্কা সত্ত্বেও ইতিবাচক অনেক দিক দেখা যাচ্ছে। বিশেষত এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সব দেশই আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাক সেটিই কামনা করছে বলে মনে হয়। আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে এর নিষ্পত্তি হলে প্রায় চার দশক ধরে নানাভাবে যুদ্ধের মধ্যে থাকা দেশটিতে শান্তি ফিরে আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। আবার আশঙ্কার বিষয় হলো যারা আফগানিস্তানে হেরে গেছে বলে মনে করছে তারা নতুন কোন ছায়া যুদ্ধে ইন্ধন দিতে শুরু করলে নতুন করে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে দেশবাসীকে আমীরে জামায়াতের শুভেচ্ছা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডাঃ শফিকুর রহমান পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ১৮ জুলাই ২০২১ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেনঃ-

"কুরবানীর ঐতিহাসিক শিক্ষা ও তাৎপর্য নিয়ে পবিত্র ঈদুল আযহা সমাগত। ঈদুল আযহা আমাদেরকে ত্যাগ ও কুরবানীর আদর্শে উজ্জীবিত করে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অল্লাহর উদ্দেশ্যে সবকিছু বিলীন করে দেয়ার চেতনা জাগ্রত করে ঈদুল আযহা। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, শোষণমুক্ত ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কুরবানী আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দেয়। ত্যাগ ও কুরবানীর মানসিকতা নিয়ে ব্যক্তিগত, সমাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ন্যায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করতে হবে। আর এর মাধ্যমেই কেবল মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

দেশে বিরাজমান করোনা পরিস্থিতির কারণে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ, চাকুরী-কর্ম হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েছে মানুষ। আয়-উপার্জন বন্ধ হয়ে মানুষ অত্যন্ত মানবেতর জীবন-যাপন করছে। দেশের বিদ্যমান এই পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত ও বেদনাহত হৃদয় নিয়ে আমি আমার প্রিয় দেশবাসীকে ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আসুন আমরা সকলেই এবারের ঈদুল আযহায় সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে এসকল অসহায় মানুষদের মুখে হাঁসি ফুটানোর চেষ্টা করি। পারস্পরিক সহযোগিতা নিয়ে তাদের দিকে দরদমাখা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেই। তাদের অবুঝ সন্তান এবং পরিবারের সদস্যদের মুখে হাঁসি ফুটলে তা হবে আল্লাহ তায়া'লার বারাকাহ হাসিলের বড় মাধ্যম এবং জান্নাতের বাহন।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত দেশে এবং বিদেশে যারা ইন্তিকাল করেছেন আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করছি। করোনা মহামারির ভয়াবহতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তায়ালার নিকট কায়মনোবাক্যে এ দোয়া করছি, তিনি যেন আমাদের সকল প্রকার বিপদ-আপদ দুর করে দেন এবং করোনা পরিস্থিতির এই বিপর্যকর অবস্থা থেকে মুক্তি দান করেন।

প্রিয় দেশবাসীর ভালবাসায় সিক্ত সংগঠন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি দেশবাসী সকলের সুখ-সমৃদ্ধি, সার্বিক নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করছি। সেই সাথে আমি আবারো সবাইকে আন্তরিকভাবে পবিত্র ঈদুল আযহার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।"

করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান

অক্সিজেনের অভাবে মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে-ডা. শফিকুর রহমান

দেশে বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতিতে সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তিকে করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ৫ জুলাই ২০২১ এক বিবৃতি প্রাদান করেছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "দেশে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহ অবনতি ঘটেছে। প্রতিদিন ১০০ থেকে ১৫০ জন লোক মৃত্যুবরণ করছে এবং আক্রান্তের সংখ্যাও ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৪ জুলাই পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে ৯ লাখ ৪৪ হাজার ৯১৭ জন আক্রান্ত এবং ১৫ হাজার ৬৫ জন মারা গেছেন। হাসপাতাল গুলোতে মানুষ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাচ্ছে না। অক্সিজেনের অভাবে বিনা চিকিৎসায় মানুষ মারা যাচ্ছে।

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন বক্তব্য থাকলেও এটি মূলত আমাদের কৃতকর্মেরই ফল। মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এবং এগুলো তাদেরই হাতের উপার্জন, মহান আল্লাহ অশুভ কর্মের কারণে তাদেরকে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করান, যেন তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে আল্লাহর নির্দেশিত পথে ফিরে আসে।" (আর রূম-৪১)

অর্থাৎ এ পৃথিবীতে যত বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা কেবল মানুষের কর্মফলের কারণেই হয়ে থাকে। তাই আমাদের উচিত হবে সকল পাপ-পঙ্কিলতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড পরিহার করে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসা এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁর বিধান মেনে চলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্ট চালানো। সেই সাথে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে এই কঠিন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য বেশি বেশি দোয়া ও ইস্তিগফার করা।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের এই পরিস্থিতিতে দেশে নিম্ন আয়ের মানুষের মাঝে চরম খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ ঘর থেকে বের হতে পারছেনা, কাজ করতে পারছেনা, তারা অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। আয় উপার্জন বন্ধ হয়ে তারা অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

গত ১ জুলাই থেকে দেশে কঠোর লকডাউন চলছে। জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে অনেকেই রাস্তায় বের হতে বাধ্য হচ্ছেন। রাস্তায় বের হওয়া এসকল সাধারণ মানুষকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিভিন্নভাবে হয়রানি করছে। অনেককে গ্রেফতার আবার কাউকে জরিমানাসহ বিভিন্ন শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।

জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক প্রয়োজনের তাগিদে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণ মানুষকে হয়রানি বন্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি এবং করোনায় আক্রান্ত ব্যক্তি ও পরিবারের পাশে সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে দাঁড়ানোর জন্য আমি সংগঠনের সর্বস্তরের জনশক্তির প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

আল্লামা সাঈদী ও দেশের বিশিষ্ট আমেল-ওলামাসহ কারাবন্দী সকল নেতা-কর্মীদের ঈদুল আযহার পূর্বেই মুক্তি প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক মণ্ডল এবং কারাবন্দি দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাসহ সকল নেতা-কর্মীকে আসন্ন ঈদুল আযহার পূর্বেই মুক্তি দেয়ার আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৬ জুলাই ২০২১ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেনঃ-

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাস্সিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী দীর্ঘ প্রায় ১১ বছর যাবৎ কারাগারে আটক রয়েছেন। সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম প্রায় ১০ বছর যাবৎ, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক মণ্ডল প্রায় ৬ বছর যাবৎ এবং দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাগণ দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে আটক রয়েছেন।

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের পুত্র সাবেক ব্রিগেডিয়া জেনারেল আবদুল্লাহিল আমান আল আযমী ও জামায়াতে ইসলামীর সাবেক নির্বাহী পরিষদ সদস্য শহীদ মীর কাসেম আলীর পুত্র বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের তরুণ আইনজীবী ব্যারিস্টার মীর আহমাদ বিন কাসেম আরমান ২০১৬ সালের আগষ্ট মাস থেকে নিখোঁজ রয়েছেন। তাদেরকে নিজ নিজ বাসা থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের পরিবার-পরিজন জানতে পারেনি তারা কোথায় কী অবস্থায় আছেন। চার বছর যাবৎ তাদের পরিবার-পরিজন গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে জীবন-যাপন করছেন। ফিরে আসার প্রতীক্ষায় তাদের পরিবার-পরিজন এখনো

অপেক্ষা করছেন। ঈদুল আযহার পূর্বেই তাদের ফিরিয়ে দিয়ে পরিবার-পরিজনদের সাথে ঈদুল আযহা পালন করার সুযোগ দেয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

দেশে বিরাজমান করোনা ভাইরাসের এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে মানবিক দিক বিবেচনায় নিয়ে মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম, সাবেক এমপি অধ্যক্ষ মাওলানা আবদুল খালেক মণ্ডল ও কারাগারে আটক দেশের বিশিষ্ট আলেম-ওলামাসহ গ্রেফতারকৃত জামায়াতের সকল নেতা-কর্মী যাতে তাদের পরিবার-পরিজনদের সাথে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন করতে পারেন সে জন্য পবিত্র ঈদুল আযহার পূর্বেই তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।”

নারায়ণগঞ্জের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ॥ ৫২ লাশ উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সজীব গ্রুপের হাশেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ৫৫ জন নিহত হয়েছেন। ৮ জুলাই ২০২১ বৃহস্পতিবার বিকেলে কারখানায় আগুন লাগার পর ৯ জুলাই ২০২১ শুক্রবার দুপুর সোয়া দুইটা পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপ থেকে ৪৯ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর আগে আগুন দেখে ভবন থেকে লাফিয়ে পড়ে তিন জনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় দগ্ধ ও আহত হয়েছেন আরও অনেকে। ৫১ শ্রমিক নিখোঁজ রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের এ মর্মান্তিক ঘটনায় রূপগঞ্জসহ সারাদেশের মানুষ শোকাহত। বিল্ডিং কোড না মেনে অব্যবস্থাপনায় কারখানা ভবনটি নিমার্ণ করা হয়েছে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস। দুর্ঘটনার পর প্রায় ৪০ ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তবে এখনো লাশের প্রতীক্ষায় নিহতদের স্বজনরা। নিখোঁজদের খোঁজে স্বজনরা বিধ্বস্ত কারখানা ও বিভিন্ন হাসপাতালে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ১০ জুলাই ২০২১ শনিবার বিকেল ৫টায় ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কাজ সমাপ্ত করা হয়। ভবনটির আশপাশে বাতাসে শুধুই পোড়া গন্ধ।

নারায়ণগঞ্জে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অর্ধশতাধিক লোক নিহত হওয়ায় আমীরে জামায়াতের গভীর শোক প্রকাশ

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা কর্ণগোপ এলাকায় একটি জুস কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অর্ধশতাধিক লোক নিহত হওয়ায় গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ৯ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, "৮ জুলাই বিকেল সাড়ে ৫টায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের ভুলতা কর্ণগোপ এলাকায় জুস, কোমল পানীয় ও বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্য তৈরির একটি কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অর্ধশতাধিক লোক নিহত হয়েছেন এবং এখনো অনেকে নিখোঁজ রয়েছেন। নিহতের মধ্যে বেশকিছু শিশুও রয়েছে। নিহতদের শরীর এমনভাবে পুড়েছে যে তাদের শনাক্তও করা যাচ্ছে না। এছাড়া অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় যারা নিহত হয়েছেন আমি তাদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করছি তিনি যেন তাদেরকে শহীদের মর্যাদা দান করেন। যারা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আমি মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার কারণ উদঘাটন করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ, নিহতদের পরিবারগুলোকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যারা গুরুতর আহত হয়েছেন তাদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

দেশের স্বাস্থ্য বিভাগে যেন ভূমিকম্পের অস্থিরতা চলছে! মুক্তির পথ কি?

- আমীরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান

দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের সীমাহীন অনিয়ম ও দুর্নীতি আর চরম অব্যবস্থাপনা নিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২৯ জুন ২০২১ তারিখে তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট দেন।

পোস্টে তিনি উল্লেখ করেন, "গত বছর করোনা পরিস্থিতির সূচনালগ্ন থেকেই সমন্বয় ও সিদ্ধান্তহীনতা, সীমাহীন অনিয়ম ও দুর্নীতি আর চরম অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়েই দেশ চলছে। তার কোন উন্নতির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

মাস্ক ও পিপিই কান্ডের পর অসংখ্য দুর্নীতির খবর প্রতিনিয়তই প্রায় প্রচার মাধ্যমে উঠে আসছে। টিকা নিয়ে এখনো অনিশ্চয়তা কাটেনি। বিভিন্ন বিষয়ে গৃহিত সিদ্ধান্ত যখন তখন পরিবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া অক্সিজেন ও আইসিইউ বেডের সংকট তো লেগেই আছে। সর্বশেষ এ অধ্যায়ে যুক্ত হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৪৩টি প্রজ্ঞাপনে জারি করা অফিস আদেশে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ১ হাজার ৩০০ চিকিৎসককে দেশের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতালসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতালের করোনা ইউনিটে বদলি ও পদায়ন আদেশ। যে তালিকায় রয়েছেন মৃত এবং অবসরে যাওয়া চিকিৎসকবৃন্দও!

বিশেষ করে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া কোন কোন চিকিৎসক বর্তমান সময়ে করোনা চিকিৎসার দায়িত্ব পাচ্ছেন! এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরে জনমনে বিরুপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পরে স্বাস্থ্য বিভাগ জারিকৃত প্রজ্ঞাপন স্থগিত করতে বাধ্য হয়।

এখন প্রশ্ন হলো, স্বাস্থ্য বিভাগে কি আপডেট কোন ডাটা নেই? নাকি জনবল এবং উপায়-উপকরণের অভাবে স্বাস্থ্য বিভাগ নিজেই অসুস্থ। আদৌ কি এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ আছে? অসহায় এ জাতির জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালাই একমাত্র ভরসা। আসুন, মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছেই বেশি করে ধরনা দেই।"

মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যসহ অন্যদের ফাঁসি কার্যকর না করার আহ্বান

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কথা বলার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হলে অগণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান ঘটবে

- ডা. শফিকুর রহমান

মিশরের সামরিক শাসক কর্তৃক ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের ফাঁসি কার্যকর করা থেকে বিরত ও তাদের মুক্তি দেয়ার আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ২ জুলাই ২০২১ এক বিবৃতিতে বলেন,

"মিশরের ইতিহাসে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রথম প্রেসিডেন্ট ড. মুরসিকে অন্যায়ভাবে ক্ষমতাচ্যুত করে বর্তমান সামরিক শাসক ২০১৩ সালে ক্ষমতা দখল করার পর থেকে বিচারের নামে প্রহসনের আয়োজন করে ইখওয়ানুল মুসলিমীন, দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, চিন্তাবিদ ও মানবাধিকার কর্মীদেরকে মৃত্যুদণ্ডসহ যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার ব্যবস্থা করে। আমরা লক্ষ্য করছি, ২০১৩ সালের বিভিন্ন মামলায় ১৮৩ জনকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। এই বছর পবিত্র রমজান মাসে অত্যন্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে তাদের মধ্য থেকে ১৭ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সামরিক শাসক এদের মধ্যে আরো ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে যাচ্ছে মর্মে বিশ্ব সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে। মিসর সরকারের এ পদক্ষেপে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

এ সব ব্যক্তিগণ মিশরে ইসলামী আদর্শ, দ্বীনি চেতনার ভিত্তিতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাদের একমাত্র অপরাধ তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলকারী শাসকের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছেন। আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন যে, মিশরের সামরিক শাসক একের পর এক ইসলামী নেতা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের ফাঁসি দিয়ে মুসলিম বিশ্বের তরুণ যুব সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়ে যে আঘাত দিচ্ছেন, তাতে চরমপন্থাকেই প্ররোচিত করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও কথা বলার সুযোগ কেড়ে নেওয়া হলে অগণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান ঘটবে। আমরা মিশরের মানবাধিকার ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত ব্যক্তিদের ফাঁসি কার্যকর করা থেকে বিরত থাকার ও অবিলম্বে তাদের মুক্তি দেয়ার জন্য মিশর সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সেই সাথে জাতিসংঘ, মানবাধিকার সংস্থা এবং গণতন্ত্রকামী সংগঠন ও সংস্থাসমূহকে এই অন্যায় ও প্রহসনের বিচারের নামে দেয়া ফাঁসি কার্যকর করা থেকে বিরত রাখার জন্য আমরা মিশর সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।"

ফেনীতে জামায়াতে ইসলামীর ভার্চুয়াল কর্মী সম্মেলন

জনগণের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে হবে

-ডা: শফিকুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা: শফিকুর রহমান বলেছেন, বলা হচ্ছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ চলছে। এটি কখন শেষ হবে কেউ জানেন না। কোন রাষ্ট্রনায়ক, ডাক্তার, বিজ্ঞানী ও গবেষক কেউই জানে না, কিভাবে আসলো তারও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষকে অনবরতভাবে সতর্ক করা হচ্ছে কিন্তু মানুষের মাঝে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তিনি বলেন, ২০০১-২০০৬ সালের সরকারে জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান

মোহাম্মদ মুজাহিদ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে ৫০ বছর আগের আজগুবির, নাটক ও মিথ্যা অভিযোগে দুনিয়া থেকে বিদায় করা হয়েছে। কিন্তু রাব্বুল আলামিনের বড় শুকরিয়া তাদের বিরুদ্ধে এ কঠিন দুশমনরা ৩টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করাকালীন মন্ত্রী হিসেবে ১ টাকারও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেনি। তাদের ৪ হাতে ২০টা আঙ্গুল সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন ছিল। আসুন আমরা জনগণের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করি। এ রকম লোকেরা যখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করবে তখন তারা জনগণের আমানত শ্বশুরবাড়ির জিনিস মনে করে বাড়িতে নিয়ে যাবেন না। সেই জন্যই সমস্ত দুর্নীতিবাজরা জামায়াত নির্মূল করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

৫ জুলাই ২০২১ শনিবার ভার্চুয়াল কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ফেনী জেলা জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ফেনী জেলা আমীর একেএম শামছুদ্দীন। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও ফেনী জেলা আমীর একেএম শামছুদ্দীনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মাসুম। জামায়াতে ইসলামীর ফেনী জেলা সেক্রেটারি মুফতি আবদুল হান্নানের পরিচালনায় আরো বক্তব্য রাখেন ফেনী জেলা নায়েবে আমীর অধ্যাপক আবু ইউসুফ, সোনাগাজী উপজেলা আমীর মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা, ফেনী শহর আমীর মোহাম্মদ ইলিয়াস প্রমুখ। কর্মী সম্মেলনে দারসুল কোরআন পেশ করেন ফেনী জেলা নায়েবে আমীর মাওলানা মাহমুদুল হক। ভার্চুয়াল এ কর্মী সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর বিপুল সংখ্যক কর্মী অংশ নেন।

আমীরে জামায়াত আরো বলেন, আমরা এমন একটি সংগঠন করি যেখানে সিগারেট পর্যন্ত সেবন করার সুযোগ নেই। মাদক তো প্রশ্নই আসে না। যে মদ আজ হাতের সৌন্দর্য হিসেবে পরিণত হয়েছে সে মদ ও নেশা থেকে ফিরে আসার জন্য জামায়াত-শিবির কর্মীরা তাদের বুঝিয়ে আলোর পথে ফিরিয়ে আনছেন। অর্থাৎ সোনার মানুষ তৈরি জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যেখানে লুটপাট, ইভটিজিং মানুষের নিত্যদিনের কাজে পরিণত হয়েছে, সেখানে জামায়াত কর্মীরা সেদিক থেকে ফিরিয়ে এনে মানবতার কাজ করার জন্য বুঝানো হচ্ছে। মানুষের কল্যাণে কাজ করার আহবান করছেন। বুঝানো হচ্ছে তোমরা যদি খারাপ কাজগুলো ছেড়ে দাও তাহলে দুনিয়াতে ভালো মানুষ হিসেবে বসবাস করতে পারবে এবং পরকালে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে রাখা হয়েছে অফুরন্ত নেয়ামত। সকল ভাইদের প্রতি আমাদের বুকখোলা দাওয়াত। আসুন এ আঙ্গিনা আপনার এ ঘর আপনার। আপনিও শপথ নিয়ে সৌভাগ্যবান সদস্য হন। যারা শপথ নিয়েছেন তাদের জন্য দোয়া করেন তারা যেন শপথের আমানত রক্ষা করতে পারেন। আমরা একে অন্যকে সহযোগিতা করি আল্লাহ পথে দৌড়ানো জন্য।

ডা: শফিকুর রহমান আরো বলেন, মানুষের কলিজার ভিতরে ঢুকে যেতে হবে। যারা আমাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তারা আজ ভয় পায়। সরকার জনগণের উপর আস্থা নেই। তার কারণে তারা পরেদিনের ভোট আগের রাতে শেষ করতে হচ্ছে। তারা জনগণের সাথে তামাশা করছেন। তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অধিকার হারা মানুষ বেশী দিন চুপ করে বসে থাকবে এটি কখনো হয়নি হবেও না। নিজেরা নিজেদেরকে তৈরি করবো। প্রতি গ্রামে গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় সংগঠন মজবুত করবো। আমরা কারো চোখ রাঙ্গানো পরোয়া করি না। জেল-জুলুম-ফাঁসি, খুন-গুম কোনটি বাকী রয়েছে। দেশ ছাড়িনি ছাড়বো না। আত্মগোপন করিনি করবো না ইনশাল্লাহ। আমরা ভীরু কাপুরুষের মত ঘরের দরজা বন্ধ করে মরতে চাই না। আমরা মানুষের কল্যাণে এবং আল্লাহর গোলামীর মাধ্যমে আমরা জীবন থেকে বিদায় নিতে চাই। জুলুম নির্যাতনের চিৎকারের আওয়াজ হচ্ছে আগামীর সূর্য উদয় হবে আল্লাহর দ্বীনের সূর্য। সেই সূর্য উদয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এর আগে নিজের সাড়ে ৩ হাত দেহকে ঈমানদার করি। তিনি বলেন, আসুন আমরা সত্যিকার অর্থে সমাজকে উপলব্ধি করি। আসুন আমরা মানুষের সুখে-দুঃখের অংশীদার হই।

স্মরণ সভায় ড. আনোয়ার ইব্রাহিম

শাহ আবদুল হান্নান ছিলেন সামাজিক ন্যায়বিচার প্রশাসনিক সংস্কার ও মুসলিম উম্মাহর অগ্রপথিক

মরহুম শাহ আব্দুল হান্নান মানবতা, ধৈর্য, বিনয়, নম্রতা ও বাস্তব জীবনে ইসলামী অনুশীলনের এক অনুপম দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তাঁর সততা, কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিগত জীবন বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি আলোকবর্তিকা। তিনি ইসলামী ব্যাংকিং ব্যাবস্থা, লিঙ্গসমতা, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি দূরীকরণসহ মুসলিম উম্মাহর সমসাময়িক সমস্যা ও সমাধান নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। পড়াশুনা ও জ্ঞান অর্জনের প্রতি ছিল তার অসীম আগ্রহ। ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আমৃত্যু কাজ করে গেছেন। তার এই আদর্শকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

৫ জুলাই ২০২১ শনিবার সন্ধ্যায় ৭.৩০ মিনিটে ইউ এস ভিত্তিক আন্তর্জাতিক থিংক ট্যাংক "ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট" (আইআইআইটি)র আয়োজনে 'Memorial Webinar on the Thoughts and Contributions of Shah Abdul Hannan' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধাণ আলোচক হিসেবে অংশ নিয়ে মালয়েশিয়ার সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী, পিপলস জাস্টিস পার্টির সভাপতি এবং ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ ইসলামিক থ্যট (আইআইটি), যুক্তরাষ্ট্রের এমেরিটাস চেয়ারম্যান দাতো সেরি ড. আনোয়ার ইব্রাহিম এসব কথা বলেন। আইআইআইটি বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. এম আব্দুল আজিজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসেবে আরও বক্তব্য রাখেন আইআইআইটির প্রেসিডেন্ট ড. হিশাম আলতালিব, সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর ড. ওমর হাসান কাসুলি, আইআইআইটি পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাবেক ও বর্তমান পরিচালক যথাক্রমে প্রফেসর ড. ফাউজান নূরদিন ও ইমেরিটাস দাতো ড. হাজী জামিল বিন হাজী ওসমান, ইউনিভার্সিটি অব মালায়ার সাবেক রেক্টর ও ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট এন্ড সিভিলাইজেশন (ISTAC) এ অবস্থিত (Al-Ghayali Chair of Islamic Thought) এর প্রফেসর দাতুক ড. ওসমান বকর, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালেশিয়ার সাবেক রেক্টর প্রফেসর তান শ্রী ড. মোহাম্মদ কামাল হাসান, আইআইআইটি ইন্দোনেশিয়ার প্রধান সমন্বয়ক ও বিশিষ্ট মানবাধিকার ব্যাক্তিত্ব হাবিব চিরজিন, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাবেক ভিসি প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ, বি আইআইটির প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল এম জহুরুল ইসলাম, দ্য উইটেনেসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ড. নাসিমা হাসান প্রমুখ।

ড. হিশাম আলতালিব পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে মরহুম শাহ আব্দুল হান্নানের সুমহান ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করেন। তিনি বিখ্যাত হাদিস "আল্লাহ্ তায়ালা ইলমকে তার বান্দাদের থেকে উঠিয়ে নেবেন না। বরং তিনি আলেমদেরকে উঠানোর মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি একসময় কোন আলেমই অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষ তখন অজ্ঞ-মূর্খ লোকদের নিকট প্রশ্ন করবে, তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া দিবে। ফলে তারাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে (বোখারী শরীফ, হাদীস নং ৬৮৭৭, মুসলিম শরীফ নং ২৬৭৩)। তিনি সুরা আহযাব ২৩, সুরা বাকারা ২৫৪ এর উল্লেখ করে বলেন শাহ আব্দুল হান্নান (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন অসাধারণ ব্যাক্তিত্ব যার কর্ম ও লেখনি মুসলিম উম্মাহকে পথ চলতে শেখাবে।

প্রফেসর ড. ওমর হাসান কাসুলি বলেন, শাহ আব্দুল হান্নান ছিলেন উম্মাহর ঐক্যের এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

নি তার কথা, কাজে ও আচরণে অনন্য আদর্শের দৃষ্টান্ত তৈরি করে গিয়েছেন। তিনি যেমন ছিলেন স্রষ্টার ইবাদাতে একনিষ্ঠ, তেমনি মানুষের সাথে ব্যবহারে ও আতিথেয়তায় ছিলেন সুন্দর। তিনি সবার কাছে প্রতিটি লিখা পাঠিয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। তার লেখনীতে সুদূরপ্রসারী চিন্তার প্রতিফলন ছিল যা মুসলিম উম্মাহকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনেক দূর।

সভার অন্যান্য বক্তারা আলোচনায় অংশ নিয়ে আরও বলেন, শাহ আব্দুল হান্নানের জীবন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে হবে। বিরল চরিত্রের অধিকারী ও বহুমুখী প্রতিভা শাহ আব্দুল হান্নানকে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়েই দেশ, জাতি ও মানুষ প্রকৃতভাবে উপকৃত হবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. এম আব্দুল আজিজ তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, শাহ আব্দুল হান্নান নিজেই একটি ইন্সটিটিউশন। তাঁকে স্মরণ রাখার বা তাঁকে শ্রদ্ধা করার ভালো উপায় হলো তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা, নীতি ও ব্যাক্তিজীবনের অনুশীলনগুলোকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করা এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাঁর মিশন ও ভিশন অনুযায়ী পরিচালনা ও শক্তিশালী করা। তাহলেই তাঁর স্বপ্নের বাস্তবায়ন হবে এবং তাঁর আমলনামায় তা সাদাকায়ে জারীয়া হিসেবে অনন্তকাল জারী থাকবে।

বিআইআইটি'র সহকারী পরিচালক ড. সৈয়দ শহীদ আহমদের কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গবেষক, শিক্ষকসহ প্রায় সহস্রাধিক লোক অংশগ্রহণ করেন।

কুরআনে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে দেয়া বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান

জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী পবিত্র কুরআন মাজিদের অপব্যাখ্যা করেছেন

- অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার

৩ জুলাই প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে 'পবিত্র কুরআনে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে' মর্মে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৫ জুলাই ২০২১ এক বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ৩ জুলাই জাতীয় সংসদে বাজেট অধিবেশনের সমাপনি বক্তব্যে ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে 'পবিত্র কুরআনে ধর্ম নিরপেক্ষতা আছে' মর্মে যে বক্তব্য প্রদান করেছেন আমরা তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তিনি মহান জাতীয় সংসদে এ বক্তব্য প্রদান করে মূলত পবিত্র কুরআন মাজিদের অপব্যাখ্যা

করেছেন। একজন মুসলিম হিসাবে এটা মোটেই কাম্য নয়।
বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, পবিত্র কুরআনের কোথাও ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি। প্রধানমন্ত্রী পবিত্র কুরআনের সূরা কাফিরুনের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। সূরা কাফিরুনে অল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের ধর্মের পক্ষে, আর আমি আমার ধর্মের পক্ষে। এর দ্বারা কখনই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়নি বা অন্য কোনো ধর্মের অনুমোদন দেয়া হয়নি। বরং তা নাকচ করা হয়েছে। মক্কার কাফিররা তাদের ধর্মের কিছু অংশ মানতে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কে প্রস্তাব দিয়েছিল। বিনিময়ে কাফিররাও রাসূল (সা.) এর ধর্মের কিছু অংশ মানবে বলে প্রস্তাব দিয়েছিল। এ প্রেক্ষিতেই মূলত সূরা কাফিরুন নাজিল হয়েছিল। কাজেই যারা পবিত্র কুরআনের এ আয়াত দ্বারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা পবিত্র কুরআনে আছে বলে প্রচার করেন তাদের দাবী সঠিক নয়।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ ইহ জগতের বাইরে কোন কিছুরই অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না। সেকুলারিজম শুধু ইহ জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট ও কেবল মানবীয় বিবেচনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই সেকুলারিজম সম্পূর্ণ কুরআন বিরোধী মতবাদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সূরা আলে ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে বলেছেন, 'যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, তবে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' কাজেই কোনো মুসলমান ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। বরং তা মজবুতভাবেই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এটাই পবিত্র কুরআনের বিধান।
তবে ধর্ম পালনে অন্য ধর্মের লোকদের উপর জবরদস্তি করা যাবেনা। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' (দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই) সূরা বাকারা-২৫৬। পবিত্র কুরআনে সেটাই বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মহাগ্রন্থ আলকুরআন দেখে নিতে পারেন।
কাজেই আমরা মনে করি, প্রধানমন্ত্রী ভুল বক্তব্য প্রদান করেছেন এবং পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তাকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করার আহ্বান জানাচ্ছি।"

ভূমধ্যসাগর থেকে ৪৯ বাংলাদেশি উদ্ধার

ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ডুবে যাওয়া একটি নৌকা থেকে ৪৯ জন বাংলাদেশিকে উদ্ধার করেছে আফ্রিকার দেশ তিউনিশিয়ার নৌবাহিনী। ৮ জুলাই ২০২১ বৃহস্পতিবার তাদের উদ্ধার করা হয়েছে। এসব অবৈধ অভিবাসীরা লিবিয়া থেকে ইউরোপ যাত্রা করেছিলেন। তাদের বয়স ১৬ থেকে ৫০ বছর।
তিউনিশিয়ার নৌবাহিনী এক টুইট বার্তায় জানায়, বৃহস্পতিবার আমাদের একটি ইউনিট নথিবিহীন ৪৯ অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে। তারা বাংলাদেশের নাগরিক। গত ৫ জুলাই লিবিয়ার জুয়ারা উপকূল থেকে ইউরোপের উদ্দেশে পাড়ি জমায় তারা।
টুইট বার্তায় আরও বলা হয়, যাত্রা শুরুর তিন দিনের মাথায় তিউনিশিয়ার জারজিস উপকূল থেকে ৮০ মাইল দূরে নৌকাটি ভেঙে গেলে ওই ৪৯ জন বাংলাদেশি একটি তেলের ট্যাংকারে আশ্রয় নেন। সেখান থেকে নৌবাহিনীর সদস্যরা তাদের উদ্ধার করে।
সেখান থেকে তিউনিসিয়ার নৌবাহিনীর একটি দল তাদের উদ্ধার করে জারজিসে নিয়ে যায়। পরে তাদের সেখান থেকে বেন গুয়ারদানে এল টেফ শহরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
এর আগে, গত মাসে লিবিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়ার পথে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের বহনকারী একটি নৌকা ভূমধ্যসাগরে ভেঙে যায়। পরে তিউনিশিয়ার নৌবাহিনী ওই নৌকা থেকে ১৭৮ অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করে।
এছাড়া গত ২৪ জুন ভূমধ্যসাগর থেকে ভাসমান অবস্থায় ২৬৭ জন অভিবাসনপ্রত্যাশীকে উদ্ধার করেছে তিউনিসিয়ার কোস্টগার্ড। এই অভিবাসনপ্রত্যাশীদের মধ্যে ২৬৪ জনই বাংলাদেশী।
তিউনিসিয়ার বন্দরগুলো মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা থেকে সংঘাত ও দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে ইউরোপে গিয়ে উন্নত জীবন শুরু করার আকাঙ্ক্ষাকারী শরণার্থীদের বহুল ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
মানব পাচারকারীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বায়ুভর্তি রাবার নৌকা বা ভঙ্গুর মাছ ধরার নৌকায় এই শরণার্থীদের তুলে দিয়ে ইউরোপ পাঠাচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ এই পথে দুর্বল বাহন নিয়ে এই যাত্রায় শরণার্থীরা প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন।
গত মার্চে সাফাকিশ শহর থেকেই ছেড়ে যাওয়া অপর এক নৌকাডুবিতে ৩৯ শরণার্থীর মৃত্যু হয়। এর আগে এপ্রিলে ৪০ জনের। এছাড়া গত বছর জুনে এমনই এক দুর্ঘটনায় অন্তত ৬০ জনের মৃত্যু হয়।
আইওএমের তথ্য অনুসারে, ২০১৪ সাল থেকে অন্তত ২০ হাজারের বেশি শরণার্থী ও অভিবাসী আফ্রিকা থেকে ইউরোপ যাওয়ার সময় ভূমধ্যসাগরে ডুবে প্রাণ হারান।
ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুসারে এই বছর তিউনিসিয়ার উপকূল থেকে ইতালিতে আরো আট হাজার পাঁচ শ' অভিবাসী ও শরণার্থী পৌঁছায়।

গণমাধ্যমে তথ্য প্রদানে ঢাকার সিভিল সার্জনের নিষেধাজ্ঞার তীব্র নিন্দা

অবাধ তথ্য প্রবাহে অযাচিত হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়

- মিয়া গোলাম পরওয়ার

ঢাকার সিভিল সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কর্মকাণ্ড এবং রোগীদের সম্পর্কে গণমাধ্যমে তথ্য প্রদানে নিষেধাজ্ঞার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ১০ জুলাই ২০২১ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, "৮ জুলাই ২০২১ ঢাকার সিভিল সার্জন ডাঃ আবু হোসেন মোঃ মঈনুল আহসান স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনায় ঢাকা জেলার সরকারি হাসপাতালসমূহে রোগীর সেবা সম্পর্কিত ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের উপর ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় কোনো প্রকার তথ্য আদান-প্রদান ও মন্তব্য দিতে নিষেধ করা হয়েছে। এটি সিভিল সার্জনের গণমাধ্যমে অবাধ তথ্য প্রবাহে অযাচিত হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়।

বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিকের সরকারি হাসপাতালগুলোর স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য জানার অধিকার রয়েছে। রোগীর সেবা সম্পর্কিত ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকাণ্ডের উপর ইলেক্ট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় কোনো প্রকার তথ্য না দিতে ঢাকার সিভিল সার্জন কর্তৃক যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ বেআইনী এবং অবাধ ও মুক্ত গণমাধ্যম বিরোধী। সিভিল সার্জনের এ অনৈতিক এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহ বিরোধী স্বেচ্ছাচারমূলক নির্দেশনার আমরা তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।

দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ফলে সারাদেশে জনমনে যখন ব্যাপক আতঙ্ক ও ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে, ঠিক তখন এদেশের প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক্স ও অনলাইন মিডিয়ায় কর্মরত গণমাধ্যমকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে সতর্কতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। দেশের হাসপাতালগুলোর বিদ্যমান সংকট, অব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যসেবার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে সংকট মোকাবেলায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছেন। মূলত এসকল গণমাধ্যম কর্মীগণ হলেন সম্মুখ সারির করোনা যোদ্ধা। আমরা মনে করি দেশের মানুষের সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থেই স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক যে কোনো তথ্য গণমাধ্যম কর্মীদের দেয়া প্রয়োজন।

ঢাকার সিভিল সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক কর্মকাণ্ড এবং রোগীদের সম্পর্কে গণমাধ্যমে তথ্য প্রদানে নিষেধাজ্ঞার প্রদানের নির্দেশনা প্রত্যাহার করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

লকডাউনে সাধারণ মানুষকে হয়রানি না করার আহ্বান

নিম্ন আয়ের মানুষকে হয়রানি ও জুলুম নির্যাতন করা খুবই অমানবিক

- মিয়া গোলাম পরওয়ার

লকডাউনে সাধারণ মানুষকে হয়রানি না করার আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ২ জুলাই ২০২১ প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

"১ জুলাই কঠোর লকডাউনের প্রথম দিনে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ৫ শতাধিক লোককে গ্রেফতার করা হয় এবং তাদেরকে জরিমানাসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়। এভাবে রাস্তায় চলাচল করা অনেক সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। অনেক জায়গায় রিকশা চালক ও খেটে খাওয়া মানুষের সাথে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অসৌজন্যমূলক আচরণ করতে দেখা যায়। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক। নিম্ন আয়ের এসকল মানুষকে এ ধরনের হয়রানি ও জুলুম-নির্যাতন করা খুবই অমানবিক। লকডাউনে যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ঘর থেকে বের হতে না হয়, সে ধরনের পর্যাপ্ত কোনো ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়নি। ফলে জীবন-জীবিকার প্রয়োজনেই অনেকে রাস্তায় নামতে বাধ্য হচ্ছে। আমরা মনে করি করোনা পরিস্থিতির এই ভয়াবহ অবস্থায় এসব নিম্ন আয়ের মানুষকে যাতে ঘর থেকে বের হতে না হয়, সেজন্য তাদের মাঝে প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী বিতরণ নিশ্চিত করা দরকার।

লকডাউনের সময় মানুষকে হয়রানি বন্ধ এবং রাস্তায় চলাচল করা সাধারণ মানুষের সাথে সহনশীল আচরণ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মহলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

অ্যামনেস্টির বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২০ সালে ৯ জন গুম এবং ২২২ জনকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা

বাংলাদেশে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও জোরপূর্বক গুম নিয়েও রিপোর্ট করেছে অ্যামনেস্টি। এতে বলা হয়েছে, ২০২০ সালে নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা কমপক্ষে ২২২ জনকে বিচার বহির্ভূতভাবে হত্যা করেছে। এর মধ্যে গ্রেপ্তার না করেই হত্যা করা হয়েছে ১৪৯ জনকে। ৩৯ জনকে হত্যা করা হয়েছে গ্রেপ্তারের পরে। অন্যরা মারা গিয়েছেন নির্যাতন বা অন্য ঘটনায়। কমপক্ষে ৪৫ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে এমন হত্যার শিকার হতে হয়েছে বলে অভিযোগ আছে। এর বেশির ভাগই মারা গেছে মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে। গত বছরে জোরপূর্বক গুমের ঘটনা ঘটেছে ৯টি। এর মধ্যে রয়েছেন একজন কলেজ শিক্ষক, একজন সম্পাদক, একজন ব্যবসায়ী, দু'জন শিক্ষার্থী, বিরোধী দলের চারজন কর্মী। তিনজনকে পরে 'খুঁজে পেয়েছে' পুলিশ। এরপর তাদেরকে আটক করা হয়েছে। নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠনের তীব্র প্রতিবাদের ফলে ৪৮ ঘন্টা পরে অজ্ঞাত জিম্মিকারীরা মুক্তি দিয়েছে একজন ছাত্রনেতাকে। একজন রাজনৈতিক নেতাকে পাওয়া গেছে মৃত। বছরের শেষ নাগাদ অন্য চারজন ছিলেন নিখোঁজ।

এদিকে দুর্নীতি নিয়ে রিপোর্ট করার কারণে এবং সরকারের কোভিড-১৯ নীতির সমালোচনার কারণে ক্রমবর্ধমান হারে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বাংলাদেশের সাংবাদিকরা। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বহুল বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন (ডিএসএ) ২০১৮। করোনা মহামারিকালে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পর্যাপ্ত আকারে সুরক্ষিত ছিল না অথবা পূরণ করা হয়নি। বাংলাদেশে ২০২০ সালে ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রেক্ষিতে বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্টে এমন সমালোচনা করে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে পুলিশ ও অন্য আইন প্রয়োগকারী এজেন্সিগুলো অব্যাহতভাবে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। করোনা মহামারিকালে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে। চিটাগাং হিলট্রাক্টস এগ্রিমেন্ট স্থবির অবস্থায় রয়েছে। উপজাতীয় অধিকারকর্মীদের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন তীব্র হয়েছে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ওপর বার্ষিক মানবাধিকার রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে। তাতে এবার বাংলাদেশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৮ই মার্চ প্রথম করোনা আক্রান্তের খবর নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে, সংক্রমণ দেশজুড়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। আভ্যন্তরীণ চাহিদায় মন্দা এবং রপ্তানির মারাত্মক পতন হওয়ায় এখানে অর্থনীতিতে দু'দফা আঘাত লাগে। অর্থনৈতিক হতাশা থেকে সবচেয়ে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন গার্মেন্ট শিল্প এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের কম বেতনভোগী লাখ লাখ শ্রমিক। ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনা ছিল যত্রতত্র। এসব কেলেঙ্কারি নিয়ে যেসব সাংবাদিক বা সংবাদ মাধ্যম রিপোর্ট করেছে, তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বেশি থেকে বেশি নিপীড়ন চালিয়েছে। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার বিধান থাকার কারণে কোনো র‍্যালি বা বিক্ষোভ হতে পারে নি। প্রতিবেদনে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে কড়া সমালোচনা করা হয়। বলা হয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দমিয়ে রাখতে, সাংবাদিক ও মানবাধিকারের পক্ষের ব্যক্তিদের টার্গেট ও হয়রান করতে সরকার অব্যাহতভাবে ব্যবহার করেছে বিতর্কিত এই আইনটি। এই আইন থেকে বিতর্কিত এবং শাস্তিমূলক বিধানগুলো বাদ দেয়ার জন্য নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠনগুলো বার বার আহ্বান জানানো সত্ত্বেও, তা সংশোধন করা হয়নি।

অ্যামনেস্টি লিখেছে, সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই আইনের অধীনে কমপক্ষে ৯০০ মামলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় এক হাজার মানুষের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করা হয়েছে। আটক রাখা হয়েছে ৩৫৩ জনকে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন এজেন্সি ও সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিরা কমপক্ষে ২৪৭ জন সাংবাদিকের ওপর হামলা, হয়রান এবং ভীতি প্রদর্শন করেছেন। লকডাউনের সময় অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য দেয়া ত্রাণসামগ্রী লুটপাটের রিপোর্ট প্রকাশ করায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে এপ্রিলে অভিযুক্ত করা হয় জাগোনিউজ২৪-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মহিউদ্দিন সরকার এবং বিডিনিউজ২৪-এর প্রধান

সম্পাদক তৌফিক ইমরোজ খালিদির বিরুদ্ধে। তাদের দু'জনকেই হাইকোর্ট থেকে জামিন দেয়া হয়েছে। তারা বছরের শেষ পর্যন্ত বিচারের অপেক্ষায় ছিলেন।

ঘোড়াশাল পুলিশ স্টেশনে নিরাপত্তা হেফাজতে এক ব্যক্তির মৃত্যুর রিপোর্ট করার কারণে মে মাসে দৈনিক গ্রামীণ দর্পন পত্রিকার বার্তা সম্পাদক রমজান আলি প্রামাণিক এবং স্টাফ রিপোর্টর শান্তা বণিক, অনলাইন নরসিংদী প্রতিদিনের প্রকাশক ও সম্পাদক খন্দকার শাহিনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টাকে নিয়ে রিপোর্ট প্রকাশের জন্য জুন মাসে অভিযোগ গঠন করা হয় ইনকিলাব পত্রিকার সম্পাদক এএমএম বাহাউদ্দিনের বিরুদ্ধে। বছরের শেষ পর্যন্তও ওই মামলার বিচার মুলতবি অবস্থায় ছিল।

মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে মত প্রকাশ করার কারণে নিপীড়িত হতে হয়েছে শিক্ষাবিদদেরও। জাতীয় একটি পত্রিকায় মতামত কলামে একটি প্রতিবেদন লেখার কারণে সেপ্টেম্বর মাসে প্রফেসর মোর্শেদ হাসান খানকে বরখাস্ত করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে ফেসবুকে একটি মন্তব্য পোস্ট করার কারণে প্রফেসর একেএম ওয়াহিদুজ্জামানকে বরখাস্ত করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। জাতীয় সংসদের ক্ষমতাসীন দলের মৃত একজন সদস্যকে নিয়ে ফেসবুকে মন্তব্য করার কারণে জুনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন প্রফেসরকে বরখাস্ত করা হয়।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল আরো লিখেছে, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। মার্চের পর করোনা মহামারির কারণে আউটডোরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা ছিল সীমিত। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ইনডোর মিটিংকেও টার্গেট করেছে কর্তৃপক্ষ। জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪৪ ধারা ব্যবহার করে সরকার ১৭টি জনসমাবেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। এ ছাড়া অন্য রাজনৈতিক সমাবেশ হয়তো কর্তপক্ষ বন্ধ করে দিয়েছে, না হয় ছত্রভঙ্গ করেছে। জানুয়ারিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মেয়রপ্রার্থীর ওপর শারীরিক হামলা চালায় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সদস্যরা। এতে ওই প্রার্থী ও তার বেশ কয়েকজন সহকর্মী আহত হন।

বিএনপি এবং তার অঙ্গসংগঠন দেশজুড়ে ধারাবাহিক মিটিং আয়োজন করে ফেব্রুয়ারিতে। এ সময় তাদের ওপর লাটিচার্জ করে এবং সহিংসভাবে ছত্রভঙ্গ করে দেয়া হয়েছে। জুলাই মাসে কোনো প্ররোচণা ছাড়াই ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নবগঠিত একটি দল আমার বাংলাদেশ পার্টির একটি ইনডোর আলোচনা বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ঢাকায় স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট এক শিক্ষার্থীকে মুক্তির দাবিতে আগস্ট মাসে দক্ষিণের জেলা বরগুনায় শান্তিপূর্ণ র্যালি ও মানববন্ধন করছিল জনতা। কিন্তু তাদেরকে সহিংসভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে পুলিশ। ভিডিওতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে কোনো সহিংসতা বা প্ররোচণা না থাকলেও মানববন্ধন ভেঙে দেয় পুলিশ।

রিপোর্টে বাংলাদেশে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতার দিকেও দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্যমতে, বছরজুড়ে নারীর বিরুদ্ধে কমপক্ষে ২৩৯২টি সহিংসতা ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে ১৬২৩টি ধর্ষণ। তার মধ্যে আবার ১২ বছরের কম বয়সী ৩৩১ টি বালিকা ধর্ষিত হয়েছে। ৩২৬টি ঘটেছে উদ্দেশ্যমূলক ধর্ষণ। ৪৪৩টি ঘটেছে শারীরিক অবমাননা। শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও ধর্ষণের উদ্দেশে কমপক্ষে ৪৪০ জন নারীকে হত্যা করা হয়েছে। অক্টোবরে একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তাতে দেখা যায়, একজন নারীর পোশাক খুলে নেয়া হচ্ছে। তাকে লাথি, ঘুষি দিচ্ছে ৫ সদস্যের একদল পুরুষ। তারা তাকে যৌন নির্যাতন করছে। এই ঘটনাটি ২রা সেপ্টেম্বরের বলে মনে করা হয়। এর ফলে ব্যাপক জনঅসন্তোষ এবং দেশজুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়।

মার্কিন প্রতিবেদন

মানব পাচার রোধ করতে হবে

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্ট' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদনে মানব পাচার রোধে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টা উল্লেখ করার মতো বলা হলেও এক্ষেত্রে ন্যূনতম মানে পৌঁছতে না পারায় বাংলাদেশকে দ্বিতীয় ধাপের নজরদারির তালিকায় রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এ নিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো একই তালিকায় রইল বাংলাদেশ। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দেশের বিভিন্ন এলাকার সহজ সরল মানুষকে বিভিন্ন চক্র মোটা অঙ্কের বেতনে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে বিদেশে পাচার করে থাকে। পাচারের শিকার নারী ও শিশুদের দেহব্যবসাসহ বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার অভিযোগও রয়েছে।

সম্প্রতি ভারতে পাচারের শিকার এক বাংলাদেশি তরুণীকে বীভৎস কায়দায় নির্যাতনের একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর পাচারকারীদের হিংস্রতার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে।

স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১৫ সালের ১ মে থাইল্যান্ডের গহিন অরণ্যে অভিবাসীদের গণকবরের সন্ধান মেলে, যেখানে অন্তত ১০ বাংলাদেশির লাশ ছিল। ওই বছর থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে মানব পাচারকারীদের নির্যাতনের শিকার ১৭৫ জনকে দেশে ফিরিয়ে আনে সরকার। বর্তমানেও মানব পাচারকারীদের তৎপরতা অব্যাহত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

২০১২ সালের 'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে' সংঘবদ্ধভাবে মানব পাচারের জন্য মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও সর্বনিম্ন ৭ বছরের কারাদণ্ড এবং অন্যূন পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে। গত বছর ৯ মার্চ এ আইনে বিচারের জন্য দেশের সাত বিভাগে সাতটি ট্রাইব্যুনাল গঠনের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুসারে বিচারকও নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মানব পাচার সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে গতি আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

মার্কিন প্রতিবেদনেও বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করে বলা হয়েছে- মানব পাচার বন্ধে বাংলাদেশ সরকারের নেওয়া পদক্ষেপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পাচারকারীদের বেশি হারে বিচার শুরু করা, পাচার ট্রাইব্যুনাল পরিচালনা, ট্রান্সন্যাশনাল পাচার মামলায় বিদেশি সরকারগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করা ইত্যাদি। ইতঃপূর্বে দালাল চক্রের অসততা সম্পর্কে বিদেশ গমনেচ্ছুদের বিশেষভাবে সতর্ক করে বিদেশে দক্ষ কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা এবং 'ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল'কে আরও কার্যকর করার তাগিদ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

এ ব্যাপারে বিদেশ গমনেচ্ছুসহ সবার উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। অভিবাসনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ দেশের কোনো নাগরিককে যাতে পাচারের মতো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়, এ বিষয়ে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।

বিএফইউজে ডিইউজে'র প্রতিক্রিয়া

আরএসএফ'র প্রতিবেদনের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম

সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা প্যারিসভিত্তিক সংগঠন রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (রিপোর্টার্স স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স-আরএসএফ) 'প্রেস ফ্রিডম প্রিডেটর্স' শীর্ষক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা শিকারিদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম স্থান পাওয়াকে কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে মনে করছে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)। বিএফইউজে সভাপতি এম আবদুল্লাহ ও মহাসচিব নুরুল আমিন রোকন; ডিইউজে সভাপতি কাদের গনি চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মো. শহিদুল ইসলাম এক যুক্ত বিবৃতিতে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

জার্মান সংবাদ সংস্থা ডয়চে ভেলেসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সংবাদে জানানো হয়, রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্স ৫ জুলাই ২০২১ সালের 'প্রেস ফ্রিডম প্রিডেটর্স' বা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা শিকারি ৩৭ জন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে দু'জন নারী রয়েছেন। তাদের একজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তালিকাটিতে দু'টি ভাগ করা হয়েছে। লাল ও কালো। সবচেয়ে মারাত্মক বা খুবই খারাপ সংবাদমাধ্যম শিকারি ১৬ জনের 'কালো' তালিকায় স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, যেসব তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে আরএসএফ তাদের তালিকা প্রকাশ করেছে, বাংলাদেশের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। কতটা ভীতিকর ও নাজুক পরিবেশে থাকলে আরএসএফ'র প্রতিবেদনটি পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন মূলধারার গণমাধ্যম প্রকাশ করতে সাহস পায়নি। যদিও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

সাংবাদিক নেতারা বলেন, বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে যখন ক্ষমতায় আসে তখন আরএসএফ-এর মুক্ত গণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২১তম। ক্রমাগতভাবে সাংবাদিক নির্যাতন-নিপীড়ন ও গণমাধ্যমের ওপর খড়গ বাড়তে থাকায় চলতি বছর মে মাসে প্রকাশিত মুক্তগণমাধ্যম সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নেমে এসেছে ১৫২-তে। ২০১০ সাল থেকে একের পর এক ভিন্নমতের সংবাদপত্র, বেসরকারি টেলিভিশন ও অনলাইন পোর্টাল বন্ধ করে দিয়ে এবং সরকারের সমালোচক সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হামলা-মামলা চালিয়ে গোটা গণমাধ্যম জুড়ে যে ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে তারই আংশিক প্রতিফলন ঘটেছে আরএসএফ প্রকাশিত ইনডেক্সে।

বিবৃতিতে সাংবাদিক নেতারা আরও বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক থেকে শুরু করে এমন কোন সংবাদমাধ্যম নেই যার সম্পাদক ও একাধিক সাংবাদিককে মামলার জালে জড়ানো হয়নি। বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ সম্পাদককে গ্রেফতার, রিমান্ডে নির্যাতন ও দীর্ঘ সময় কারাগারে বন্দী করে রাখা হয় ঠুনকো অজুহাতে। ফটো সাংবাদিক কাজলসহ কয়েকজন সাংবাদিক স্বাধীন মত প্রকাশ ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশের অপরাধে গুমের শিকার হয়ে দীর্ঘদিন পর জীবন ভিক্ষা নিয়ে ফিরে আসেন। সাংবাদিকদের শীর্ষ সংগঠন বিএফইউজের সাবেক সভাপতি রুহুল আমিন গাজী ও সিনিয়র সাংবাদিক সাদাত হোসেন গত ৮ মাস যাবৎ জেলে ধুঁকছেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে প্রতিমাসে গড়ে ৬ জন করে সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা ও অনেককে গ্রেফতার করে জেলে নিক্ষেপের ঘটনা ঘটছে। এসব ঘটনা গণতান্ত্রিক ও মুক্ত গণমাধ্যমের পরিচায়ক নয়।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে ভয়-ভীতিহীন মুক্ত সাংবাদিকতা ও স্বাধীন মতপ্রকাশের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে বন্ধ গণমাধ্যমগুলো খুলে দেয়া, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ সব কালাকানুন বাতিল এবং কারাবন্দী সাংবাদিকদের মুক্তি দেয়ার দাবি জানান।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিক গ্রেপ্তার-হয়রানির শিকার হচ্ছে

বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি-বৃটেন

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি হয়নি বলে মনে করে বৃটেন। বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক ৮ জুলাই ২০২১ বৃহস্পতিবারের বার্ষিক প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। ২০২০ সালের ঘটনাগুলো পর্যালোচনায় ওই রিপোর্ট তৈরি এবং মন্তব্য এসেছে। বন্ধুরাষ্ট্র ও উন্নয়ন সহযোগী বৃটেনের ওই প্রতিবেদন বিষয়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের তরফে আনুষ্ঠানিক কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

লন্ডনের তরফে অবশ্য বলা হয়েছে, চলতি ২০২১ সালে কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা ও উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পরিবর্তন তথা সুশাসন ও গণতন্ত্র ইস্যুতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ চালিয়ে যাবে বৃটেন।

বৃটিশ সরকারের প্রতিবেদন মতে, করোনা মোকাবিলা নিয়ে সরকারের সমালোচনা ঠেকাতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগসহ গণমাধ্যমের ওপর আরো বিধিনিষেধ এবং নারী ও কন্যাশিশুদের ওপর অব্যাহত সহিংসতা যুক্তরাজ্যের উদ্বেগের বড় জায়গা। ২০২০ সালেও বাংলাদেশে গণমাধ্যম চাপের মধ্যে ছিলো বলে দাবি করা হয়। একই সঙ্গে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার-হয়রানির বিভিন্ন ঘটনাও প্রতিবেদনে জায়গা পেয়েছে। 'হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেমোক্রেসি: দ্য ২০২০ ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস রিপোর্ট' শীর্ষক প্রতিবেদনে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারকে উদ্বৃত করে বলা হয় তাদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৫১তম স্থানে নেমে এসেছে, যা এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বনিম্ন অবস্থান।

আর্টিকেল ১৯' নামের একটি বেসরকারি সংস্থাকে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদনে বলা হয়, ৪৫১ জনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে। ৪১টি মামলায় ৭৫ জন সাংবাদিককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ৩২ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রতিবেদন মতে, গত বছরের মার্চ মাসে সরকার খালেদা জিয়ার কারাদণ্ডাদেশ ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে বাসায় থেকে চিকিৎসা নেওয়া ও বিদেশে না যাওয়ার শর্তে তাঁকে কারামুক্তি দেয়। গত সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর কারাদণ্ডাদেশ স্থগিতের মেয়াদ বাড়ানো হয়। ২০২০ সালজুড়ে তিনি 'হাউস অ্যারেস্ট' ছিলেন।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সীমিত দাবি করে বলা হয়, গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থীদের ওপর হামলা ও ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানোর ব্যাপক অভিযোগ ছিল। গত নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে ভোটারদের হয়রানি, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও সহিংসতার আরও ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর বরাতে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ক্রসফায়ার, নির্যাতনসহ ২২৫টি বিচারবহির্ভূত হত্যার জন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাগুলো দায়ী। গত বছরের আগস্ট মাসে পুলিশের হাতে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা নিহত হওয়ার পর বিচারবহির্ভূত হত্যার বিষয়টি জনগণের কাছে নজিরবিহীন গুরুত্ব পায়। এরপর বিচারবহির্ভূত হত্যার সংখ্যা কমেছে। অন্তত ৩১টি গুমের তথ্য রয়েছে ওই প্রতিবেদনে।

প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত

রোহিঙ্গাদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে দ্রুত প্রত্যাবাসনের মাধ্যমে চলমান সংকট সমাধান সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব প্রথমবারের মতো সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘে মানবাধিকার পরিষদের ৪৭তম অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুতে এটিই প্রথম কোনো প্রস্তাব, যা বিনা ভোটে জাতিসংঘে গৃহীত হলো।

১২ জুলাই ২০২১ সোমবার রাতে জেনেভার বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এ তথ্য জানিয়েছে। স্থায়ী মিশন জানায়, মানবাধিকার পরিষদে চলমান অধিবেশনে বাংলাদেশের উদ্যোগে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) সব সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে 'রোহিঙ্গা মুসলিম ও মিয়ানমারের অন্যান্য সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার পরিস্থিতি' শীর্ষক প্রস্তাবটি পেশ করা হয়।

মিয়ানমারের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের শুরু থেকেই প্রস্তাবের বিভিন্ন বিষয়ে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রবল মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অবশেষে, নিবিড় ও সুদীর্ঘ আপস-আলোচনা শেষে প্রস্তাবটি আজ জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এটি বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিজয় উল্লেখ করে স্থায়ী মিশন জানায়, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে প্রবেশের পর জেনেভার বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় এই প্রথম কোনো প্রস্তাব বিনা ভোটে জাতিসংঘে গৃহীত হলো। সে বিবেচনায় এবারের প্রস্তাবটি বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক।

প্রস্তাবটির ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে জেনেভায় জাতিসংঘে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মানবিক বিবেচনায় নির্মম নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের সীমানা উন্মুক্ত করে দেন প্রধানমন্ত্রী। তবে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গত চার বছরেও মিয়ানমারের অসহযোগিতা ও অনীহার কারণে এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন করা সম্ভব হয়নি।

রাষ্ট্রদূত মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, জাতিসংঘের আলোচ্যসূচিতে রোহিঙ্গা সংকট সমাধান ও রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার সুরক্ষায় বিষয়টি সক্রিয় আলোচনায় রাখা প্রয়োজন।

কেবল মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব সম্প্রদায়ের রোহিঙ্গাদের প্রতি মনোযোগ হারোনো উচিত হবে না বলেও মন্তব্য করেন রাষ্ট্রদূত। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সম্মানের সঙ্গে তাদের নিজ দেশে পাঠানোর জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দৃশ্যমান ও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি।

প্রস্তাবটিতে বিতাড়িত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। তাছাড়া তাদের মিয়ানমারে ফেরত যাওয়া পর্যন্ত এ গুরুভার বহনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মানবিক সহায়তা দেওয়া অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়।

কী আছে রেজুলেশনে

জেনেভা দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রস্তাবটিতে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় প্রদান করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এছাড়া, তাদের মিয়ানমারে ফেরত যাওয়া পর্যন্ত এ গুরুভার বহনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার আহ্বান জানানো হয়। গৃহীত এ প্রস্তাবে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যৌন অপরাধসহ সব প্রকার নির্যাতন, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার আওতায় আনা এবং তদন্ত প্রক্রিয়া জোরদার করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত এবং আন্তর্জাতিক আদালতে চলমান বিচার প্রক্রিয়াকেও সমর্থন জানানো হয়। এছাড়া, প্রস্তাবটিতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চলমান সব প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে এ রূপ পরিস্থিতিতে করণীয় নির্ধারণে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের এখতিয়ারের কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়। প্রস্তাবে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারকে মিয়ানমার বিষয়ক 'নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক তথ্যানুসন্ধানী মিশন' এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতির ওপর মানবাধিকার পরিষদ এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রতিবেদন উপস্থাপনের অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া, এ প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে 'রোহিঙ্গা মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মূল কারণ' বিষয়ে মানবাধিকার পরিষদে একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলের বসতি স্থাপন যুদ্ধাপরাধ : জাতিসঙ্ঘ

পশ্চিমতীরে বিক্ষোভরত ফিলিস্তিনিদের ওপর ফের নির্বিচার গুলিবর্ষণে আহত প্রায় ৪০০

জেরুসালেম ও পশ্চিমতীরে অবৈধ ইহুদি বসতকারীরা ফিলিস্তিনিদের নির্যাতন করে তাদের ঘরবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে তা দখলের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ করছে। জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার তদন্তকারী একটি দল এ মন্তব্য করেছে। সংস্থাটির শীর্ষ মানবাধিকার বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ফিলিস্তিনের অঞ্চলে ইসরাইলের একের পর এক বসতি স্থাপনকে যুদ্ধাপরাধ হিসেবে গণ্য করে দীর্ঘ দিন ধরে করে যাওয়া অবৈধ চর্চার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসরাইলকে দায়বদ্ধতার আওতায় আনার আহ্বান জানান।

জেনেভায় জাতিসঙ্ঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে প্রতিবেদন পেশ করার সময় দখলকৃত ফিলিস্তিন অঞ্চলে জাতিসঙ্ঘের বিশেষ দূত মাইকেল লিংক বলেন, দখলদারিত্বের মাধ্যমে ইসরাইল যেভাবে জোরপূর্বক ফিলিস্তিনের ভূখণ্ড দখল করছে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ইসরাইলের কার্যক্রম আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের নীতিমালার লঙ্ঘন। মাইকেল লিংক আরো বলেন, জেরুসালেম ও পশ্চিমতীরে ইসরাইলের তিন শতাধিক অবৈধ বসতিতে প্রায় ছয় লাখ ৮০ হাজার ইহুদি বাস করছে।

আমার হাতে থাকা প্রতিবেদন অনুযায়ী ইসরাইলের এই দখলদারিত্ব স্পষ্টতই যুদ্ধাপরাধ। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেই কূটনৈতিক এবং আইনগতভাবে দেশটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। ইসরাইলকে বোঝানো উচিত অবৈধ দখলদারিত্ব এবং আন্তর্জাতিক নীতিমালা ভঙ্গের জন্য তাদেরকে মূল্য দিতে হবে। এ কর্মকর্তা আরো বলেন, তাকে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ তদন্ত কাজে কোনো প্রকার সহযোগিতা তো করেইনি; বরং তাকে বয়কট করে জাতিসঙ্ঘকে অপমান করেছে।

মাইকেল লিংক বলেন, ইসরাইলি বাহিনীর সাথে ফিলিস্তিনিদের ঘরবাড়ি দখলে অংশ নিয়ে একই ধরনের যুদ্ধাপরাধ করেছে অবৈধ ইহুদি বসতকারীরা। তিনি আরো বলেন, নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের ওপর বর্বর নির্যাতন এবং তাদের বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) সংজ্ঞা অনুসারে যুদ্ধাপরাধ করেছে। তিনি আরো বলেন, তার তদন্ত রিপোর্ট এবং ইসরাইলের অবৈধ দখলদারিত্বের বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সামনে তুলে ধরবেন। পৃথক এক বিবৃতিতে লিংক আরো বলেন, দখলদার ইসরাইল ৫৪ বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের ওপর এ ধরনের যুদ্ধাপরাধ চালিয়ে যাচ্ছে।

এ দিকে শুক্রবার পশ্চিমতীরে ইসরাইলের অবৈধ নিরাপত্তা চৌকির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিরা বিক্ষোভ করায় তাদের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করেছে ইসরাইলি সেনারা। এতে ৩৭৯ জনের বেশি ফিলিস্তিনি নাগরিক আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৩১ জন সরাসরি গুলির শিকার। যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে চালানো এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাতিসঙ্ঘ।

আলজাজিরা এক প্রতিবেদনে জানায়, শুক্রবার অধিকৃত পশ্চিমতীরে অবৈধ ফাঁড়ি ও বসতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে শত শত ফিলিস্তিনি। এ সময় তাদের ওপর চড়াও হয় দখলদার বাহিনী। নাবলুসের নিকটবর্তী বেইতা শহরে অবৈধভাবে জমি বাজেয়াপ্তের ঘটনায় বিক্ষোভ করলে ড্রোন থেকে কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হয়। এ সময় টায়ার পুড়িয়ে ও ইসরাইলি বাহিনীর দিকে পাথর নিক্ষেপ করে প্রতিবাদ জানায় ফিলিস্তিনিরা।

ইসরাইলি নৃশংসতায় তুরস্ক চুপ থাকবে না : এরদোগান

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলের নৃশংসতা নিয়ে তুরস্ক কখনো চুপ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান। ইস্তাম্বুলের বাহাদেটিন প্যাভিলিয়নে ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তিনি এ কথা বলেন। তুর্কি প্রেসিডেন্ট বলেন, যতদিন অঞ্চলটিতে ইসরাইলি নীতি বজায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত চিরস্থায়ী শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর এ নিয়ে তুরস্ক কখনো চুপ ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না।

বৈঠকে উভয় প্রেসিডেন্ট আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক জোরদার করার পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এসব কথা জানিয়েছে তুরস্কের যোগাযোগ অধিদফতর। প্রায় ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট দীর্ঘস্থায়ী এই বৈঠকে আরো উপস্থিত ছিলেন তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মওলুদ কাভুসোগলু, যোগাযোগ অধিদফতরের পরিচালক ফাহেরেটিন আলতুন, প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র ইব্রাহিম কালিন এবং জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হাকান ফিদান।

কাশ্মীরের মর্যাদা পুনর্বহাল ও নির্বাচনের দাবি

রাজ্যের মর্যাদা পুনর্বহাল করার পর জম্মু-কাশ্মীরের বিধানসভা নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে পিপলস অ্যালায়েন্স ফর গুপকার ডিক্লারেশন (পিএজিডি) বা 'গুপকার' জোট ।

৫ জুলাই ২০২১ সোমবার 'গুপকার' জোট জানিয়েছে, গত মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সর্বদলীয় বৈঠকের ফল দেখে তারা হতাশ হয়েছেন। খবর দ্য উইকের।

জম্মু-কাশ্মীরে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি না দেওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক বলে তারা উল্লেখ করেন। তারা চান, জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা পুনর্বহালের পর বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু-কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে।এর পরই সেখানকার নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের ইচ্ছার কথা জানালেন।

২০১৯ সালের ৫ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীরের বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ সুবিধাসংবলিত ৩৭০ ধারা ও ৩৫-এ ধারা প্রত্যাহার করে নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। এর পরেই সেখানে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গ্রেফতার হন বহু রাজনৈতিক নেতাকর্মী।

পরবর্তীতে এসব ধারা পুনর্বহাল করার জন্য ন্যাশনাল কনফারেন্স, পিডিপিসহ সাতদলীয় জোট 'পিপলস অ্যালায়েন্স ফর গুপকার ডিক্লারেশন'(পিএজিডি) গঠন করে, যা 'গুপকার' জোট নামেও পরিচিত। এর সভাপতি নির্বাচিত হন জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধান ডা. ফারুক আব্দুল্লাহ। সহসভাপতি হন সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ও পিডিপি সভানেত্রী মেহেবুবা মুফতি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিজেপির সিনিয়র নেতা অমিত শাহ ওই জোটকে একসময় 'গুপকার গ্যাং'বলে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। পরে গত ২৪ জুন অবশ্য গুপকার জোটের মধ্যে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৈঠক করেন।

এবার সেই বৈঠকের ফলকে হতাশাজনক বলে মন্তব্য করা হয়েছে গুপকার জোটের পক্ষ থেকে।

পিএজিডি মুখপাত্র ও সিপিআই (এম) নেতা এমওয়াই তারিগামীর জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, রোববার সন্ধ্যায় ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান ফারুক আবদুল্লাহর সভাপতিত্বে তার বাসভবনে গুপকার জোটের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জোটের সহসভাপতি ও পিডিপি সভানেত্রী মেহেবুবা মুফতি, তারিগামী, ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা হাসনাইন মাসুদি, পিপলস মুভমেন্টের প্রধান জাভেদ মুস্তফা মীর এবং আওয়ামী ন্যাশনাল কনফারেন্সের সিনিয়র সহসভাপতি মুজাফফর আহমেদ শাহ উপস্থিত ছিলেন।

এমওয়াই তারিগামীর বিবৃতিতে বলা হয়েছে পিএজিডি সব সাংবিধানিক, আইনি এবং রাজনৈতিক উপায় ব্যবহার করে ২০১৯ সালের ৫ আগস্টের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য যৌথভাবে লড়াই করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এতে বলা হয়েছে, ওই পরিবর্তনগুলো পূর্বাবস্থায় আনার জন্য পিএজিডির সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। সীমানা পুনর্বিন্যাস কমিশনের সঙ্গে বৈঠকসংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পিএজিডি একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সব রাজনৈতিক দলের উচিত তাদের অবস্থান থেকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

ফিলিস্তিনিদের নিয়ে বিতর্কিত আইন পাসে ব্যর্থ প্রধানমন্ত্রী বেনেট

ফিলিস্তিনিদের নিয়ে বিতর্কিত আইন পাসে ব্যর্থ হয়েছেন ইসরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট। ৬ জুলাই ২০২১ মঙ্গলবার ইসরাইলের পার্লামেন্টে ফিলিস্তিনবিরোধী আইন পাস করতে গিয়ে তারা এ ব্যর্থতার সম্মুখীন হন। ইসরাইলের বর্তমান সরকার প্রথমবারের মতো পার্লামেন্টে এমন শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হলো।

পশ্চিম তীর ও গাজায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিরা যদি ইসরাইলের ফিলিস্তিনি নাগরিকদের বিয়ে করে, তাহলে ওই গাজা বা পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিকে ইসরাইলে নাগরিকত্ব বা বসবাসের অধিকার দেয়া হবে না। এমন ধরনের একটি ফিলিস্তিনবিরোধী আইন পাস করতে চেয়েছিল ইসরাইলের নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের দল। কিন্তু এ আইনটি ইসরাইলের পার্লামেন্টে (নেসেট) পাস করা যায়নি। ফলে এ বিতর্কিত আইনটি পুনরায় চালু করতে ব্যর্থ হয়েছে বেনেটের নেতৃত্বাধীন নতুন সরকার।

এটা ছিল ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেটের প্রথম রাজনৈতিক পরীক্ষা। তিনি প্রায় এক মাস ধরে একটি দুর্বল কোয়ালিশন সরকারকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এ কোয়ালিশন সরকারে বিভিন্ন দলের সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এ দলটিতে বামপন্থী, মধ্যপন্থী ও ফিলিস্তিনিদের তথা মুসলিমদের দল আছে। এছাড়া রয়েছে নাফতালি বেনেটের অতি জাতীয়তাবাদী দল।

তথাকথিত নাগরিকত্ব ও ইসরাইলের প্রবেশ সংক্রান্ত এ আইনকে আরো শক্তিশালী করে প্রণয়ন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে ইসরাইলের ওই আট দলের বর্তমান কোয়ালিশন সরকার। পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ইসরাইলের বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের ব্যর্থতা তাদের জোটের মধ্যেকার ভঙ্গুরতা ও অস্থিরতাকে প্রকট করে তুলেছে।

ইসরাইলের পার্লামেন্টে দ্য ফিলিস্তিনিয়ান জয়েন্ট লিস্ট পার্টির (ইসরাইলি ফিলিস্তিনিদের একটি দল) নেতা সামি আবু সাহাদেহ বলেন, এ আইন পাস না হওয়াটা হাজার হাজার ফিলিস্তিনি পরিবারের জন্য বিজয়।

যুদ্ধবিরতি উপেক্ষা করে গাজায় ইসরাইলের বোমা হামলা

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আবারও অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। ৩ জুলাই ২০২১ শনিবার গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাসের স্থাপনা লক্ষ্য করে কয়েক দফা বোমা হামলা চালানো হয়। তাদের দাবি, ইসরাইলের ভূখণ্ডে আগুনের বেলুন হামলা চালায় হামাসের সদস্যরা। এর জবাবে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার গাজা উপত্যকায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। এক টুইট বার্তায়, স্থানীয় সময় ৩ জুলাই শনিবার রাতে হামাসের অস্ত্র উৎপাদন স্থাপনায় হামলা চালানোর দাবি করে আইডিএফ। তবে হামাসের পক্ষ থেকে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো বলছে, গাজায় একাধিক স্থাপনায় বিমান হামলা চালায় ইসরাইল। নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, গাজার দক্ষিণে বদর এলাকায় তাণ্ডব চালিয়েছে তারা। সোশ্যাল মিডিয়াতে ইসরাইলের বিমান হামলার দৃশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। গুলীতে ১ ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছে।

তেল আবিবের দাবি, গাজা থেকে ইসরাইলের দিকে বেলুন হামলা চালানো হয়। এতে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাদের। এমন ঘটনা বন্ধে হামলা চালানো হয়েছে।

গত মাসে ইসরাইলি বাহিনী এবং গাজার শাসক গোষ্ঠী হামাসের মধ্যে ১১ দিনের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে আড়াই শতাধিক মানুষ নিহত হন। পরে মিশরের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয় উভয়পক্ষ। যুদ্ধবিরতি চলার মধ্যেই বিক্ষিপ্ত হামলার ঘটনা ঘটছে।

৫ হাজার ইসরাইলিকে নাগরিকত্ব দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমিরাত

সংযুক্ত আরব আমিরাত ৫ হাজার ইসরাইলিকে নাগরিকত্ব দিয়ে ফিলিস্তিনী জাতি ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে বলে অভিযোগ করেছে ফিলিস্তিনের ইসলামি জিহাদ আন্দোলন। আবু ধাবিকে 'বিশ্বাসঘাতক ও আপসকামী' সরকার বলেও অভিহিত করে ইসরাইলবিরোধী এই প্রতিরোধ আন্দোলন। ইসলামি জিহাদের মুখপাত্র তারিক সালমি ইয়েমেনের আল-মাসিরা টিভি'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ অভিযোগ করেন। তিনি দখলদার ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে আরব আমিরাতসহ অন্যান্য আরব দেশকে তাদের ভুল হিসাব-নিকাশ পুনর্বিবেচনা করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, বিশেষ করে সাম্প্রতিক গাজা যুদ্ধে যখন ফিলিস্তিনি জনগণের শক্তিমত্তা এবং তেল আবিবের 'অজেয়' থাকার ভুয়া দাবি প্রমাণিত হয়েছে তখন ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আরব দেশগুলোর দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত হবে না।

গত তিন মাসে প্রায় ৫,০০০ ইসরাইলী সংযুক্ত আরব আমিরাতের নাগরিকত্ব লাভ করেছে। আরব আমিরাত বিদেশিদেরকে নাগরিকত্ব দেওয়ার বিধান রেখে আইন সংশোধন করার পর ইহুদিবাদীদেরকে এই সেবা দেওয়া হয়। এর আগে বিদেশিদেরকে নাগরিকত্ব দিত না সংযুক্ত আরব আমিরাত।

বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এমিরাটস লিক্স জানায়, পুঁজি বিনিয়োগের অজুহাতে দুবাই ও আবুধাবিতে ইসরাইলি নাগরিকদের আনাগোনা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে।

সিরিয়ায় ইসরাইলী সন্ত্রাসী হামলা বন্ধে কাজ করবে ইরান-রাশিয়া ও তুরস্ক

সিরিয়ায় ইসরাইলি সন্ত্রাসী হামলা ও জঙ্গি তৎপরতা বন্ধে একসঙ্গে কাজ করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে ইরান, রাশিয়া ও তুরস্ক। কাজাখস্তানের রাজধানী নুর সুলতানে সিরিয়া নিয়ে ১৬তম দফার বৈঠকে তিন দেশই বলেছে, তারা সিরিয়া থেকে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের শেকড় উপড়ে ফেলতে বদ্ধপরিকর এবং এ লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

গত বছরের ডিসেম্বারে সিরিয়া বিষয়ক প্রথম আলোচনা শুরুর সময় কাজাখস্তানের রাজধানীর নাম ছিল আস্তানা। পরবর্তীতে শহরটির নাম পরিবর্তন করে নুর সুলতান রাখা হয়। এ কারণে তিন দেশের এই আলোচনা প্রক্রিয়াটি এখনও 'আস্তানা আলোচনা' নামেই বেশি পরিচিত। এই তিন দেশ গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক যৌথ বিবৃতিতে আরও বলেছে, সিরিয়ায় জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস বা দায়েশসহ অন্য সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর মূল উৎপাটন করতে হবে। এ কারণে পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখা জরুরি। বিবৃতিতে তিন দেশই সিরিয়ার ইদলিবে স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং সব চুক্তি পুরোপুরি বাস্তবায়নের ওপর জোর দিয়েছে। এসব দেশ সিরিয়ার ইউফ্রেটিস নদীর পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনারও বিরোধিতা করেছে।

ইরান, রাশিয়া ও তুরস্ক ঐ বিবৃতিতে আরও বলেছে, তারা সিরিয়ার তেলসহ কোনো সম্পদ লুট, বিক্রি ও স্থানান্তরের বিরোধী। সিরিয়ার সম্পদ কেউ নিয়ে যেতে পারে না। সিরিয়ার ভূখনে ইসরাইলি হামলা বন্ধের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিবৃতিতে। এতে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে সিরিয়ায় মাঝে মধ্যেই হামলা চালাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। এ ধরনের তৎপরতা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। চলতি ২০২১ সালের শেষের দিকে পরবর্তী দফা আস্তানা আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

হিজাব নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো উজবেকিস্তান

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্বাধীন হওয়া মুসলিম রাষ্ট্র উজবেকিস্তান দীর্ঘ সময় ধরে হিজাব পড়া নিষিদ্ধ ছিলো। এবার মধ্য এশিয়ার এই দেশটিতে জনসমক্ষে হিজাব পরতে এখন থেকে আর কোনো বাধা রইল না। উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিইয়োয়েভ ধর্মীয় স্বাধীনতার বিষয়ক জাতীয় আইনে পরিবর্তন এনেছেন। এর আগে শুধুমাত্র নেতা-মন্ত্রীরাই এই ধর্মীয় পোশাক পরে পথে-ঘাটে বের হতে পারতেন। তবে এখন সেই আইনে বদল বা সংশোধন আনা হয়েছে। যার ফলে, সাধারণ নারীরাও জনসমক্ষে হিজাব পরার অধিকার পেলেন।

নতুন আইন অনুযায়ী, যেকোনো ধর্মীয় সংগঠন সরকারি খাতায় তাদের নাম নিবন্ধন করতে পারবে এবং শুধুমাত্র আদালতের আদেশেই তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে উজবেকিস্তানে বিশেষায়িত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হলে তাকে বে আইনি বলে বিবেচনা করবে প্রশাসন।

উল্লেখ্য, উজবেকিস্তানে ২,২০০-এরও বেশি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নাম নিবন্ধিত রয়েছে যেগুলোর মধ্যে ৯০ শতাংশই মুসলিম। দেশটিতে খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৫৭, ইহুদি প্রতিষ্ঠান ৮টি, ৬টি রয়েছে বাহাইদের এবং একটি করে হিন্দু ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে হবে প্রতিবেশীদেরই : ইমরান খান

আফগানিস্তানে দুই দশক পর মার্কিনসহ সব বিদেশি প্রত্যাহরের পর দেশটিতে যাতে কোনো গৃহযুদ্ধ শুরু না হয়, এ জন্য প্রতিবেশীদের এগিয়ে আসার আহবান জানালেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। সোমবার বেলুচিস্তানে এক জনসমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। ইমরান খান বলেন, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও শান্তি বজায় রাখতে হলে প্রতিবেশী দেশগুলোকে এখনই এগিয়ে আসতে হবে আফগানিস্তানের আসন্ন গৃহযুদ্ধ রুখতে। আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে ইরানের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ইব্রাহিম রাইসির সঙ্গেও আলাপ করেন ইমরান খান। তিনি বলেন, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে গোটা অঞ্চলে বিশেষ করে পাকিস্তানের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ার দেশগুলোর ব্যবসা-বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হবে। এভাবে আফগানদের বিপদে ফেলে মার্কিন বাহিনীর শটকে পড়ারও সমালোচনা করেছেন ইমরান খান। এদিকে বিদেশি সেনাদের চলে যাওয়ার খবরে তালেবান আবার চাঙা হয়ে উঠেছে। তারা ইতোমধ্যে ৪২১ জেলার মধ্যে ১৪০টির বেশি জেলা দখল করে নিয়েছে। রোববার আফগানিস্তানের সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীর স্পেশাল অপারেশন বিভাগের কমান্ডার মেজর জেনারেল হিবাতুল্লাহ আলিযাই বলেন, তাদের এখন মূল লক্ষ্য তালেবানকে চেপে ধরা। তিনি জানান, আফগানিস্তানের বড় বড় শহর, মহাসড়ক এবং সীমান্ত শহর এলাকার দখল ঠেকাতে তারা শক্তিশালী বলয় তৈরি করেছেন। অন্যদিকে তালেবানের ভয়ে আফগান বাহিনীর সহস্রাধিক সদস্য প্রতিবেশী তাজিকিস্তানে পালিয়ে গেছে। তাজিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তালেবান যোদ্ধারা সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলে আফগানিস্তানের বদখশান প্রদেশের সেনাসদস্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে তাজিকিস্তানে প্রবেশ করেছে। মানবতা ও সুপ্রতিবেশীর নীতির আলোকে তাদের প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগ্রাসনের ২০ বছরের মাথায় আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে আগ্রাসন শুরু হলেও সহিংসতা বেড়েই চলছে দেশটিতে। গ্রামের পর গ্রাম দখলে নিচ্ছে তালেবান, এমন খবর প্রতিদিনই আসছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। তালেবান খুব দ্রুত আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল দখলে নিতে পারে- এমন খবরও শোনা যাচ্ছে। প্রায় দুই দশকের আফগানিস্তান যুদ্ধ শেষের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর সেনারা ইতোমধ্যে দেশটির সবচেয়ে বড় বাগরাম বিমানঘাঁটি ত্যাগ করেছে।

আফগানিস্তানের দায়িত্ব সে দেশের নেতাদের, যুক্তরাষ্ট্রের নয় : বাইডেন

আফগানিস্তানের দায়িত্ব সে দেশের নেতাদেরই নিতে হবে বলে জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। হোয়াইট হাউজে তিনি বলেন, আফগান নেতাদেরই একসঙ্গে আলোচনা করে নয়া আফগানিস্তানের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র আর আফগানিস্তানের দায়িত্ব নেবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। বক্তব্যে আগামি ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে সকল মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হবে বলে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন জো বাইডেন। আসছে আগস্ট মাসেই মার্কিন সেনারা দেশে ফিরে যাবে। এরইমধ্যে বেশিরভাগ সেনা আফগানিস্তান ছেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি অন্যান্য বিদেশি সেনারাও আফগানিস্তান ছাড়তে শুরু করেছে। বাইডেনের বক্তব্য, তিনি তালেবানকে বিশ্বাস করেন না। কিন্তু কাবুলের সরকার এবং প্রশাসনকেই তালেবানের মোকাবিলা করতে হবে। মার্কিন সাহায্যে তৈরি কাবুলের সরকারের হাতে এখনও সে ক্ষমতা আছে বলে তিনি মনে করেন। মার্কিন সেনা চলে গেলে তালেবান আফগানিস্তান দখল করবে, এমনটা অবশ্যম্ভাবী বলে মনে করেন না বাইডেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, এর আগে কোনো দেশ দেশ আফগান নেতাদের এক করতে পারেনি। সকলকে একসঙ্গে বসিয়ে ঐক্যবদ্ধ আফগানিস্তান তৈরি করতে পারেনি। বাইডেন জানিয়েছেন, তিনি চান না, আর একটিও মার্কিন প্রাণও আফগানিস্তানের জন্য নষ্ট হোক। বহু মার্কিন পুরুষ এবং নারীর প্রাণ গেছে আফগানিস্তানের যুদ্ধে। আর প্রাণ তিনি যেতে দেবেন না। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনও জানিয়েছেন, আফগানিস্তান থেকে দেশটির অধিকাংশ সেনা দেশে ফিরে এসেছে। বাকিরাও দ্রুত ফিরে আসবে। রাশিয়া জানিয়েছে, তাদের সঙ্গে তালেবান প্রতিনিধিদের কথা হয়েছে। তালেবান আশ্বস্ত করেছে, দেশের ভিতর বিদেশি দূতাবাসগুলি যাতে সুরক্ষিত থাকে, তারা তা দেখবে। তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করবে না বলেও জানিয়েছে।

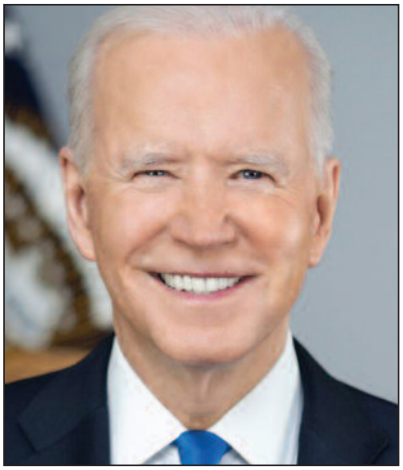

স্মৃতিচারণ

শহীদ আসলাম ভাইয়ের আব্বার ইন্তেকাল

মতিউর রহমান আকন্দ

১৯৮৮ সালের ১৭ নভেম্বর। সামান্য শীতের ভাব এসেছে মতিহারের সবুজ চত্বরে। হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসকে সামনে রেখে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ চত্বরে মাহে 'রবিউল আউয়ালের ডাক' শিরোনামে পোষ্টারিং করা হয়েছে। বিরোধী সংগঠনের বন্ধুরা পোষ্টার ছিড়ে ফেলে। এতে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিস্থিতি পর্যালেচনার জন্য শহীদ শামসুজ্জোহা হলে সদস্য বৈঠক বসে। গন্ডগোল টা ছিল শামসুজ্জোহা হলে। ঐ সময়ে শিবিরের শহীদ শামসুজ্জোহা হল সভাপতির দায়িত্ব আমার উপর ছিল। আসলাম ভাই এসেছিলেন সদস্য বৈঠকে। বৈঠক শেষে তিনি আমাকে অনেক সাহস দিলেন। আমরা একসাথে ক্যান্টিনে বসে নাস্তা খেলাম। সন্ধ্যার আগেই আসলাম ভাই নিজ হলে চলে গেলেন।

হঠাৎ রাতে জোহা হলে হামলা শুরু হলো। একই সাথে নবাব আব্দুল লতিফ হলেও হামলা চালানো হলো। আসলাম ভাই নবাব আব্দুল লতিফ হলের ৩২৯ নং কক্ষে থাকতেন। ঐ কক্ষে হামলা চালিয়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তার বুকে ১৮ ইঞ্চি লম্বা কিরিচ দিয়ে আঘাত করে তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হন। পরদিন ১৮ নভেম্বর শুক্রবার জুমআর নামাজ আদায় করতে যাবার সময় আক্রান্ত হন আজগর আলী। তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। তিনিও ঘটনাস্থলে শহীদ হন।

এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজশাহীর সাহেব বাজারে ঐতিহাসিক ছাত্র গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন শহীদ আসলামের পিতা ডা: জিন্নাত আলী। তিনি তার বক্তব্যে বলেন: 'আমি আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে বলছি আসলাম ইসলামের পথে শহীদ হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। আমার আসলাম কোনদিন নামাজ কাজা করেনি। সে কাউকে আঘাত দেয়নি। আসলামের কোন শত্রু থাকতে পারে না। শুধু ইসলামের জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে। আমি এক আসলামকে হারিয়ে হাজারো আসলামকে পেয়েছি। আমি তোমাদের মাঝে আমার আসলামকে খোঁজে পাই। আমার দুঃখ নেই, আমি শহীদের পিতা। আজ থেকে তোমরা আমার সন্তান। আমি শহীদের পিতা হতে পেরে গর্বিত।'

শহীদ আসলামের পিতা ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রেরণা যুগিয়েছেন। ৩৩ টি বছর সন্তান হারানোর ব্যথা বুকে ধারন করে ৭ জুলাই বুধবার বিকেল ৫-৪৫ টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মহান আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। তার ইন্তেকালে আমরা এক দরদী অভিভাবক হারালাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার উপর রহম করুন, তাঁকে ক্ষমা করুন এবং জান্নাতের মেহমান হিসেবে কবুল করুন। শহীদ আসলাম ভাইয়ের আপনজন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ধৈর্যধারন করার তাওফিক দান করুন। আমীন॥

শোকবাণী

এ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম-এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী, বাংলাদেশ ল'য়ার্স কাউন্সিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি এ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৫ জুলাই বিকাল সাড়ে ৪টায় ৮৩ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ৫ পুত্র ও ৫ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ১৫ জুলাই বাদ এশা ধানমণ্ডি ঈদগাহ মাঠে জানাযা শেষে তাঁকে রায়ের বাজার কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

বিশিষ্ট আইনজীবী এ্যাডভোকেট নজরুল ইসলামের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১৫ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন। শোকবাণীতে তিনি বলেন, বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন এ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের একজন সিনিয়র আইনজীবী ও বাংলাদেশ ল'য়ার্স কাউন্সিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন। আইনজীবী হিসেবে তিনি মানুষের সেবা করে গিয়েছেন। তিনি দেশে আইনের শাসন, ন্যায় বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় আজীবন সংগ্রাম করেছেন। আমি তাঁর ইন্তিকাল গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, এ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর একজন প্রবীণ নেতা ছিলেন। তিনি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদসহ বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। ইসলামী আন্দোলনের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে এবং তিনি ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন। মহান রবের নিকট বিগলিত চিত্তে দোয়া করি, তিনি যেন তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করেন। আমীন।

অধ্যক্ষ সিদ্দিক হোসাইনের বড় মেয়ে ও তার স্বামীর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী রাজশাহী মহানগরী শাখার নায়েবে আমীর অধ্যক্ষ সিদ্দিক হোসাইনের বড় মেয়ের স্বামী জনাব মোঃ শফিকুর রহমান (৫২) ২৯ জুন দিবাগত রাত ২টায় এবং বড় মেয়ে রুবিনা পারভীন (৪৫) ৩০ জুন দিবাগত রাত সোয়া ২টায় মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তারা ২ পুত্র, ২ কন্যা এবং পিতা-মাতাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন।

রুবিনা পারভীন এবং তাঁর স্বামী জনাব মোঃ শফিকুর রহমানের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ০১ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, রুবিনা পারভীন এবং তাঁর স্বামী জনাব মোঃ শফিকুর রহমান উভয়েই করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁদের এই মর্মান্তিক ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, তাঁদের এই মৃত্যু আমাদের নিকট এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের নিকট খুবই কষ্টের এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক। বিষয়টি অতি কষ্টের হলেও এটি রব্বুল আলামীনের ফায়সালা। যার উপর কারো কোনো হাত নেই। মহান প্রভুর দরবারে বিগলিত চিত্তে দোয়া করি, রুবিনা পারভীনের স্বামী জনাব শফিকুর রহমান ও রুবিনা পারভীনকে আল্লাহ্ তা'য়ালা ক্ষমা করুন, তাদের উপর রহম করুন, তাদের নেক আমলগুলো কবুল করুন। সেই সাথে মহান রবের নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি, তিনি যেন তাদেরকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন এবং তাঁদের চোখের মনি ইয়াতিম দুই সন্তানকে আল্লাহ সুবহানা ওয়া তাআলা নিজেই মহান অভিভাবক হিসেবে তাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন।

অপর এক যুক্ত শোকবাণীতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং নায়েবে আমীর অধ্যাপক মোঃ তাসনীম আলম গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, রুবিনা পারভীন এবং তাঁর স্বামী জনাব মোঃ শফিকুর রহমানের ইন্তিকালে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। মহান রব কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁদের জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁদেরকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁদের শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন।

শহীদ আসলাম হোসাইনের পিতা ডা. জিন্নাত আলী এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক

ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২৪তম শহীদ আসলাম হোসাইনের শ্রদ্ধেয় পিতা ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জহ উপজেলা নিবাসী ডা. জিন্নাত আলী ৭ জুলাই বিকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে আইসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১০১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ৪ পুত্র ও ৬ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ৮ জুলাই সকাল ১১টায় জানাযা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮৮ সালের ১৭ নভেম্বর রাত সাড়ে ১২টায় কথিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সন্ত্রাসী বাহিনী দা, ছুরি, কিরিচ, রড, হকিস্টিক ও আগ্নেয়াস্ত্র হলে হলে শিবিরের নেতাকর্মীদের ওপর নৃশংস হামলা চালালে শাহাদাত বরণ করেন ডা. জিন্নাত আলীর পুত্র শহীদ আসলাম হোসাইন।

ডা. জিন্নাত আলীর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ৭ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২৪-তম শহীদ আসলাম হোসাইনের শ্রদ্ধেয় পিতা ৭ জুলাই সন্ধ্যা পৌণে ৬টায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তাঁর ইন্তিকালে আমরা একজন শ্রদ্ধাভাজন অভিভাবককে হারালাম। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি। প্রিয় সন্তান শহীদ আসলাম হোসাইনকে হারিয়েও তিনি ছিলেন দ্বীনের পথে অবিচল। আসলাম হোসাইন শহীদ হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন, 'আমি শহীদের পিতা হিসেবে গর্ববোধ করি।'

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, শহীদ আসলামের শাহাদাতের পর থেকে তিনি সন্তান হারানোর বেদনা নিয়ে ৩৩টি বছর অতিবাহিত করেন। অবশেষে তিনি সেই শোক এবং বেদনা ধারণ করে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হলেন। শুরু হলো তাঁর অনন্তকালের সফর। এই সফরে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর একান্ত সাহায্যকারী হোন। কবর থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রত্যেকটি মঞ্জিলকে তাঁর জন্য সহজ, আরামদায়ক ও কল্যাণময় করে দিন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জীবনের সকল নেক আমল কবুল করে তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

অধ্যক্ষ নূর মুহাম্মাদ এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সাবেক সদস্য, ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাবেক সেক্রেটারি ও ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ নূর মুহাম্মাদ করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ৯ জুলাই দিবাগত রাত ১টায় ৭৫ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ১০ জুলাই সকাল ১১টায় ঝিনাইদহ আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে জানাযা শেষে তাঁকে ঝিনাইদহ কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

অধ্যক্ষ নূর মুহাম্মাদের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১০ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, বর্ষিয়ান জননেতা অধ্যক্ষ নূর মুহাম্মাদ ৯ জুলাই দিবাগত রাত ১টায় করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মর্মান্তিকভাবে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি একজন জনদরদি নেতা ছিলেন। ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত সাবেক চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি তাঁর নিজ এলাকায় বহু উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন এবং অসহায় দরিদ্র মানুষের সেবা করে গিয়েছেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার জীবনের সকল খেদমত কবুল করুন। সেই সাথে মহান রবের নিকট বিগলিত চিত্তে দোয়া করছি, তিনি যেন তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

ডা. নজরুল ইসলাম এর ইন্তিকালে আমীরে জামায়াতের শোক প্রকাশ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মহিলা বিভাগের মজলিসে শূরার সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের মহিলা বিভাগের কর্মপরিষদ সদস্য ডা. শাহানা পারভীন লাভলীর স্বামী, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের গেণ্ডারিয়া থানার শাখার কর্মপরিষদ সদস্য ও বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. নজরুল ইসলাম করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে ১১ জুলাই সকাল ৭টায় ৫৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে গিয়েছেন। ১১ জুলাই গেন্ডারিয়ার বাট্টিখানাস্থ বায়তুল আকবর জামে মসজিদে জানাযা শেষে তাঁকে রায়ের বাজার কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

ডা. নজরুল ইসলামের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান ১১ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, ডা. নজরুল ইসলাম ১১ জুলাই সকাল ৭টায় করোনা রোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিকভাবে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি। তাঁর ইন্তিকালে আমরা ইসলামী আন্দোলনের একজন নিবেদিত প্রাণ দাঈকে হারালাম। তিনি চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি দেশে ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে গিয়েছেন। মহান রবের নিকট বিগলিত চিত্তে দোয়া করছি, তিনি যেন তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করেন এবং তাঁর শোকাহত পরিবার-পরিজনদেরকে এ শোক সহ্য করার তাওফিক দান করুন। আমীন।

জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদের ইন্তিকালে সেক্রেটারি জেনারেলের শোক প্রকাশ

খুলনা প্রেসক্লাবের ৪-বারের সাবেক সভাপতি জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদের ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার ৩ জুলাই ২০২১ এক শোকবাণী প্রদান করেছেন।

শোকবাণীতে তিনি বলেন, প্রথিতযশা প্রবীণ সাংবাদিক শাহাবুদ্দিন আহমেদ ২ জুলাই দিবাগত রাত ৩টায় রাজধানী ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বার্ধক্যজনিত কারণে ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের ভিত্তিতে নিখুঁত সংবাদ পরিবেশন করে তিনি সাংবাদিক অঙ্গনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদান এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকায় ২০০৮ সালে সাদা মনের মানুষ হিসেবে জেলা প্রশাসন থেকে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হন। আমি তাঁর ইন্তিকালে গভীর শোক প্রকাশ করছি।

শোকবাণীতে তিনি আরো বলেন, জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ ছিলেন সাংবাদিকদের বাতিঘর। তিনি প্রায় অর্ধশত বছর ধরে খুলনাঞ্চলের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদনা ও তার পাশাপাশি অধ্যাপনা, রাজনীতি, সমাজ সেবা, উন্নয়ন ও আন্দোলন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। খুলনা প্রেসক্লাবের কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে আমি জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদের সাথে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তিনি স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের আপদকালীন সাহায্যের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এতেই প্রতীয়মান হয়, তিনি সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছিলেন। তার ইন্তিকালে জাতি একজন প্রথিতযশা সাংবাদিককে হারাল। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি আজীবন সত্য প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করে গিয়েছেন।

আমি তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তার পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর ডা. শফিকুর রহমান পৃথক পৃথকভাবে শোকবাণী দিয়েছেন:

১. এ্যাডভোকেট মোঃ জনাব মুহাম্মাদ দবিরুল ইসলাম (৬৫), সদস্য (রুকন), ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা।
২. রাশিদা বেগম (৫০), মহিলা সদস্য (রুকন), শিবপুর উপজেলা শাখা, মাদারীপুর।
৩. জনাব নেজাম উদ্দিন মাসুম (৩২), সদস্য (রুকন), সাতকানিয়া উপজেলা, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা।
৪. জনাব আশরাফুল ইসলাম (৮২), প্রবীণ সদস্য (রুকন), কুষ্টিয়া পৌরসভা শাখা।
৫. জনাব আবদুল ওয়াহেদ (৬৫), সদস্য (রুকন), কালীগঞ্জ উপজেলা শাখা, ঝিনাইদহ।
৬. ডা. তাজউদ্দিন আহমাদ (৬৫), সদস্য (রুকন), কাপাসিয়া উপজেলা শাখা, গাজীপুর।
৭. নীলুফার ইয়াসমিন (৫৫), মহিলা সদস্য (রুকন), মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখা।
৮. জনাব আবদুল বারিক খান (৬৫), প্রবীণ সদস্য (রুকন), মহেশপুর উপজেলা, ঝিনাইদহ।
৯. জনাব আবসারুজ্জামান পাতু মিয়া (৯০), প্রবীণ সদস্য (রুকন), চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখা।
১০. মাওলানা ইউনুছ আনছারী, সদস্য (রুকন), ডামুড্যা পৌরসভা শাখা, শরীয়তপুর।
১১. ক্বারী শমশের আলী (৭৮), প্রবীণ সদস্য (রুকন), মেহেরপুর সদর উপজেলা শাখা।
১২. মাও. শামসুল হক আ. মতিন (৭০), সাবেক আমীর, উজিরপুর উপজেলা শাখা, বরিশাল পশ্চিম জেলা।
১৩. জনাব সোলায়মান আলী (৮০), সদস্য (রুকন), কাহারোল থানা শাখা, দিনাজপুর উত্তর সাংঠনিক জেলা।
১৪. জনাব তোসাদ্দেক হোসাইন (৯৭), প্রবীণ সদস্য (রুকন), রংপুর মহানগরী শাখা।
১৫. শ্যামলী (৪৮), মহিলা সদস্য (রুকন), কালীগঞ্জ উপজেলা শাখা, ঝিনাইদহ।
১৬. খন্দকার আবদুল মালেক করোনা (৬২), প্রবীণ সদস্য (রুকন), কুষ্টিয়া জেলা শাখা।
১৭. জনাব কামাল হোসেন (৭২), প্রবীণ সদস্য (রুকন), কুষ্টিয়া জেলা শাখা।
১৮. ফরিদা পারভীন (৪৫), মহিলা সদস্য (রুকন), কুষ্টিয়া জেলা শাখা।
১৯. মিসেস মাহবুবা আক্তার মালতী (৫৫), মহিলা সদস্য (রুকন), বরিশাল মহানগরীর বিএম কলেজ।
২০. জনাব মোশাররফ হোসেন (৬৮), প্রবীণ সদস্য (রুকন), ঝিনাইদহ জেলা শাখা।
২১. আয়েশা খাতুন (৮৮), মহিলা সদস্য (রুকন), রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক জেলা শাখা।
২২. জেসমিন আরা (৩৮), মহিলা বিভাগের সহকারী সেক্রেটারি, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা।
২৩. জনাব আবদুর রশিদ মাস্টার (৮০), প্রবীণ সদস্য (রুকন), পীরগাছা উপজেলা শাখা, রংপুর।
২৪. জনাব মোঃ খয়বর হোসেন (৮০), প্রবীণ সদস্য (রুকন), ভুরুঙ্গামারী উপজেলা শাখা, কুড়িগ্রাম।
২৫. শিক্ষক জনাব আবদুল লতিফ (৮৬), প্রবীণ সদস্য (রুকন), মঠবাড়িয়া উপজেলা শাখা, পিরোজপুর।
২৬. জনাব নজরুল ইসলাম (৭৫), প্রবীণ সদস্য (রুকন), সাঘাটা উপজেলা শাখা, গাইবান্ধা।
২৭. মাওলানা ইয়াকুব আলী (৮২), প্রবীণ সদস্য (রুকন), মনোহরদী উপজেলা, নরসিংদী।
২৮. জনাব মাহবুবুল আলম ধলা মিয়া (৮০), প্রবীণ সদস্য (রুকন), ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর দক্ষিণ জেলা।
২৯. মাওলানা মানসুর আহমাদ (৮৫), সাবেক আমীর, আলফাডাঙ্গা উপজেলা শাখা, ফরিদপুর।

কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী